নমো নারায়ণায়।

সাধন চন্দ্রিকা।

সাধন চন্দ্রিকা।

এই গ্রন্থে শ্রীগৌড়েশ্বর বৈষ্ণব সম্প্রদায়গণের
নিত্য কীর্ত্তনীয় প্রার্থনা পদ্ধতি
সরল বঙ্গানুবাদ সহ
বর্ণিত হইয়াছে।

Vrindavan Das
Govind Kund
Vrindavan, Mathura

মূল্য ৶৹ তিন আনা

মেহশান্তি।

পরীক্ষা লইতে যদি কোন ক্ষতি বোধ না করেন, তাহা হইলে যাহাদের বিশ্বাস যে মেহ অথবা প্রমেহ রোগ মৃত্যু পর্য্যন্ত শরীর মধ্যে আশ্রয় লইয়া থাকে, তাঁহাদেরই নিকট বিশেষ অনুরোধ এই যে যদি নূতন কিম্বা পুরাতন মেহ ও প্রমেহ এই উভয়বিধ উৎকট রোগ হইতে নির্দ্দোষরূপে মুক্তি পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে একবার আমাদের মেহশান্তি ব্যবহার করুন। স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি এই "মেহশান্তি" সেবন করিলে মেহ, প্রমেহ, বহুমূত্র, প্রস্রাবকালীন জ্বালা, জলবৎ বা রক্ত-প্রস্রাব, মুহুর্মুহু প্রস্রাবের বেগ, রক্তমিশ্রিত শুক্রস্রাব, কাপড়ে—সাদা, নীল ও সবুজ বর্ণের দাগ লাগা, প্রস্রাবের আগে শুক্র নির্গত হওয়া, ফোঁটা ফোঁটা ঘোলাটে প্রস্রাব ও মূত্রনালি সর্ব্বদা আর্দ্র থাকা, এ সমস্ত উপদ্রব অচিরে স্থায়ীরূপে আরোগ্য হয় অর্থাৎ পুনর্ব্বার হইবার কোন আশঙ্কা থাকে না। প্রত্যেক শিশি ১৲ টাকা, ভিঃ পিঃ ।৹ আনা। তিন শিশি ৫৲ টাকা ভিঃ পিঃ ৷৷৹ আনা।

ধাতুদৌর্ব্বল্য, পুরুষত্বহানি ও শুক্রতারল্যের

একমাত্র মহৌষধ

শক্তিসাগর বটিকা।

ইহা এক সপ্তাহ ব্যবহারে স্ত্রী ও পুরুষ সম্বন্ধীয় যাবতীয় শুক্রপীড়া আরোগ্য হয় এবং বল, বীর্য্য, কান্তি, মেধা ও স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি করিয়া মানবগণকে বিবিধ প্রকার ভীষণ ব্যাধি হইতে পরিত্রাণ করে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি বাক্স ৸৹ আনা, ভিঃ পিঃ ।৹ আনা, ৩ বাক্স ২৲ টাকা, ডজন ৭৷৷৹ টাকা।

এই গ্রন্থে গৌড়েশ্বর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের
নিত্য কীর্ত্তনীয় প্রার্থনা পদ্ধতি ও
চাটুপুষ্পাঞ্জলি স্তোত্র সরল
বঙ্গানুবাদ সহ বর্ণিত
হইয়াছে।

শ্রীপ্যারীমোহন চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক
সংগৃহিত ও প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীদেবকী নন্দন যন্ত্রে
শ্রীগণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত

সন ১৩১৭ সাল।

Vrindavan Das
Govind Kund
Vrindavan, Mathura

ভূমিকা।

এই সাধনচন্দ্রিকা গ্রন্থখানি ভক্ত বৈষ্ণব মহোদয়গণের নিত্য কীর্ত্তনী ভগবদারাধনা সম্বন্ধীয়, সুতরাং এই স্থলে বৈষ্ণবের সংক্ষেপ পরিচয় প্রদান করি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বিষ্ণু জানাতি স বৈষ্ণবঃ—যাহারা বিষ্ণুকে ইষ্টদেব বলিয়া জানেন তাহারাই বৈষ্ণব। লিঙ্গপুরাণে—

বিষ্ণুরেব হি যস্যৈব দেবতা বৈষ্ণবঃ স্মৃতঃ॥

বিষ্ণুই যাহাদের অভীষ্টদেবতা তাহাদিগকেই বৈষ্ণব বলা যায়, যে কোন বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেই তাহাকে বৈষ্ণব বলা হইয়া থাকে।

এই চরাচর জগতের নিয়ন্তাই বিষ্ণু; যখন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জলময় ছিল অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বেও তিনি ছিলেন এবং এখনও আছেন; এই জগৎই বিষ্ণু ময়। কেবল যে বৈষ্ণবেরাই বিষ্ণুকে মানেন তাহা নহে অন্যান্য উপাসকেরাও বিষ্ণুকে মানিয়া থাকেন। নৃসিংহ চতুর্দ্দশী, রামনবমী, জন্মাষ্টমী ব্রত পালনই তাহার বিশেষ প্রমাণ। আবার অনেকে মুমূর্ষ ব্যক্তির গঙ্গা যাত্রা কালীন গঙ্গা নারায়ণো ব্রহ্ম ইত্যাদি বলিয়া থাকেন, ইহাতে বোধ হয় তাহারাও বিষ্ণুকে অন্তিম সময়ের বন্ধু অর্থাৎ মুক্তিদাতা বলিয়া স্বীকার করেন। গঙ্গা, নারায়ণ, ব্রহ্ম সমস্তই বিষ্ণু ব্যতিত আর কিছুই নহে।

ন শাস্ত্রং বৈষ্ণবাদন্যম্ দেবঃ কেশবাৎ পরঃ॥

বৈষ্ণব শাস্ত্রই একমাত্র মুক্তি সাধন হেতু বৈষ্ণব শাস্ত্রই একমাত্র হরিভক্তি লাভের হেতু, কলিকালে ইহা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

জীব কেন ভগবদারাধনা করে? জীব সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার আশায় ভগবানের আরাধনা করে। দেহ ধ্বংস হইলেও আত্মার বিনাশ হয় না, পুনঃ পুনঃ জন্মধারণ করিতে হয়, সুতরাং জঠর যন্ত্রণা ভোগ অনিবার্য্য। দ্বিতীয় কারণ ভগবানের আরাধনা ব্যতিত জীব কখনও শান্তি সুখে জীবন অতিবাহিত করিতে পারে না। আকাঙ্ক্ষা জীবকে দুঃখ সমুদ্রে নিমগ্ন করতঃ অশেষ ক্লেশ প্রদান করিয়া থাকে, সুতরাং ভগবানের আরাধনা ব্যতিত জীব কখনও উক্ত দুরাশারূপ দুঃখ সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইয়া শান্তি সুখের সুশীতল ছায়ায় অবস্থিতি করিতে পারে না। পদ্মপুরাণে—

কলিপাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু ও তাঁহার প্রিয়ভক্তগণ যে বৈষ্ণব ...র রসাস্বাদন করিয়া ভবিষ্যৎ জীবের জন্য যে ভক্তি প্রচার করিয়াছেন বৈষ্ণব মহোদয়গণ তাহাই আস্বাদন করিয়া ঐহিকে শান্তি সুখ ও পার- ভগবৎ পদারবিন্দ লাভ করিতেছেন। এক সম্প্রদায় ভক্তের আরা- প্রতিকূল মত প্রকাশ করেন, তাহাদের সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ভক্তের ...ই ভগবান বিরাজমান সুতরাং ভক্তের আরাধনা ব্যতিত কেবল ভগবানের ...রাধনায় তাঁহাকে লাভ করা দুরূহ ব্যাপার। অতএব ভক্ত সহিত ...হার আরাধনা করা জীবের কর্ত্তব্য। ভক্ত ও ভগবানের চরিত্র এক সূত্রে ...থিত হইয়া থাকে।

সাধূনাং হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্ ॥

ভগবানের ইচ্ছায় আজ বহুদিবসের আশা পূর্ণ হইল। বহু ভক্ত বৈষ্ণব ...হোদয়গণের অনুরোধে বহু আয়াস স্বীকার পূর্ব্বক অতি প্রাচীন হস্ত লিখিত ...ন্থাদি হইতে সংগ্রহ করতঃ সরল বঙ্গানুবাদ সহিত প্রকাশ করা হইল। ...ট ক্ষণে ভাবুক বৈষ্ণবগণ এই সাধনচন্দ্রিকা গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হইলে শ্রম ...কল জ্ঞান করিব। ইহাতে ভ্রম প্রমাদ দোষ থাকিতে পারে, অতএব ভক্ত ...াঠকগণ সে ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। পরিশেষে কৃতজ্ঞতা সহকারে ...ানাইতেছি যে, সাহিত্য সংসারে পরিচিত শ্রীযুক্তশচীনন্দন গোস্বামী মহাশয় এই গ্রন্থ খানির বঙ্গানুবাদে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন সুতরাং তাহার ...নকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিলাম।

দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আজ কাল সাহিত্য সংসারে এমন ...ক শ্রেণী জীবের আবির্ভাব হইয়াছে যে, তাহাদের উপদ্রবে প্রকৃত সাহিত্য ...বির বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। কোন একটি বিষয়ের উদ্ভাবনা করিলে পরি- ... কাতর অধ্যবসায় হীন, লঘুচেতা, অর্থ লোলুপ জীব তাহার সমস্ত কৃতিত্ব নষ্ট ...ক স্বয়ং স্বত্ববান হইয়া বসেন। এই বৃন্দাবনধামে তাহাদের পসার কম নহে ...রা যে সকল গ্রন্থাদি প্রকাশ করেন তাহাও আবার অল্প মূল্যে বিক্রয় ...া থাকেন। যাত্রি ক্রেতাগণ একটু সাবধান হইয়া গ্রন্থ খরিদ করিলে ...াকে না, অথচ সাহিত্য হাটেরও এইরূপ দশা ঘটে না।

বিনীত নিবেদক—শ্রীপ্যারীমোহন শর্ম্মা।

সাধন চন্দ্রিকা।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় কৃষ্ণকৃষ্ণেতি কীর্ত্তয়ন্।
প্রক্ষাল্য পাণিপাদৌ চ দন্তধাবনমাচরেৎ ॥ ১ ॥

কোন কোন গ্রন্থে এইরূপও বর্ণিত আছে সাধকো ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উত্থায় কৃষ্ণ কৃষ্ণেত্যাদিকং কীর্ত্তয়েৎ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাং।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্।
আচম্য বসনং রাত্রেস্ত্যক্ত্বান্যৎ পরিধায় চ
পুনরাচমনে কুর্য্যাল্লেখ্যেন বিধিনা ব্রতঃ ॥ ২ ॥

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত (রাত্রির শেষ চারিদণ্ড সময়কে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত বলে; বিষ্ণু স্মৃতি প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত আছে, নিশার শেষ প্রহরের শেষ মুহূর্ত্তের নাম ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত) শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণ এই নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে শয্যা পরিত্যাগ করত হস্ত পদ প্রক্ষালণ পূর্ব্বক দন্তধাবণ করিবে ॥ ১ ॥

অনন্তর মুখ প্রক্ষালন করিয়া রাত্রিযাপন বস্ত্র পরিত্যাগ ও অন্য পরিধান করিয়া বক্ষ্যমান বিধানানুসারে পুনরাচন করিবে ॥ ২ ॥

অথেচ্ছন পরমাং শুদ্ধিং মূর্দ্ধ্নি ধ্যাত্বা গুরোঃ পাদৌ।
স্তুত্বা চ কীর্ত্তয়ন্ কৃষ্ণং স্মরং শ্চ তদদুরয়েৎ ॥ ৩ ॥

শ্রীগুরুধ্যানং—

কৃপামরন্দান্বিতপাদপঙ্কজং,
শ্বেতাম্বরং গৌররুচিং সনাতনম্।
শন্দং সুমাল্যাভরণং গুণালয়ং,
স্মরামি সদ্ভক্তিময়ং গুরুং হরিম্ ॥ ৪ ॥

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৫ ॥

বৈষ্ণবাচমনং।

দক্ষিণ করতলে কিঞ্চিৎ জল গ্রহণান্তর কেশবায় নমঃ ন্যারায়ণায় নমঃ মাধবায় নমঃ বলিয়া তিনবার জল পান করিবে। তদনন্তর গোবিন্দায় নমঃ বিষ্ণবে নমঃ উচ্চারণ করিয়া দুই হস্ত প্রক্ষালন করিবে। আচমন বিধিসংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

পরে পরমা শুদ্ধি অর্থাৎ বাহশুদ্ধি ও অন্তঃশুদ্ধি ইচ্ছা করত শিরোদেশে শ্রীগুরুপদযুগল ধ্যান এবং তাহার স্তব করিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ পূর্ব্বক এইরূপ উল্লেখ করিবেন॥ ৩॥

যাঁহার পাদপদ্মে কৃপারূপ মকরন্দ (মধু) বিদ্যমান রহিয়াছে, যিনি শুভ্রবসন পরিধান করিয়া আছেন, যাহার বর্ণ গৌর এবং যিনি সনাতন অর্থাৎ নিত্যস্বরূপ, যিনি শন্দ অর্থাৎ কল্যাণদায়ী যাঁহার গলদেশে সুন্দর মাল্যাভরণ শোভা পাইতেছে এবং যিনি নিখিল গুণের ভাণ্ডার স্বরূপ তাদৃশ সদ্ভক্তিময় হরিরূপী গুরুকে স্মরণ করি ॥ ৪ ॥

যিনি জ্ঞানরূপ অঞ্জন শলাকা দ্বারা অজ্ঞানরূপ তিমিরে (অন্ধকারে) জনের চক্ষু উন্মীলিত অর্থাৎ বিকাশিত করেন সেই শ্রীগুরুকে আমি ম করি ॥ ৫ ॥

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচিপুত্রমত্র স্বরূপং,
রূপং তস্যাগ্রজ মুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্ ।
রাধাকুণ্ড গিরিবরমহং রাধিকা মাধবাশাং,
প্রাপ্তোয়স্য পৃথিত কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোস্মি ॥৬॥

নিস্তারিতাখিলজনস্য দয়ার্ণবস্য,
রাধামুকুন্দরসতত্ত্ববিচারসিন্ধো ।
শ্রীমদ্‌গুরোঃ পরমপূর্ব্বগুরোশ্চ সেব্যং
শ্রীশ্রীপরাপরগুরোশ্চরণং নমামি ॥৭॥
ইতি মিলিত্বা !

পাদাব্জমহসা মহাকুমতিতাতমোনাশকং,
ব্রজপ্রণয়সুশ্রিয়ং প্রণততাপসংহারকম্ ।
ব্রজেন্দ্রতনয়প্রিয়ং মধুরমূর্ত্তিমাহ্লাদকম্,
নমামি পরমং গুরুং ভবসমুদ্রসন্তারকম্ ॥ ৮ ॥

যাঁহার প্রসিদ্ধ কৃপাবলে আমি শ্রীরাধা মাধবের নাম শ্রেষ্ঠ মন্ত্র, শচীনন্দন এবং তাঁহার স্বরূপ, রূপ ও তাঁহার অগ্রজ (সনাতন) পুরিশ্রেষ্ঠ মথুরামণ্ডল ও তদন্তর্গত গোষ্ঠবাটী অর্থাৎ ব্রজমণ্ডল, শ্রীরাধাকুণ্ড, গিরিরাজ-গোবর্দ্ধন প্রাপ্ত হইয়াছি সেই গুরুদেবকে আমি প্রণাম করি ॥ ৬ ॥

যিনি অখিল লোকের নিস্তার করিয়া থাকেন, যিনি দয়ার সাগর, যিনি রাধামুকুন্দের রসতত্ত্ব (সখ্যবাৎসল্য ইত্যাদি) বিচার বিষয়ে সাগর স্বরূপ, সেই শ্রীমদ্‌গুরু, পরমগুরু ও শ্রীপরাপরগুরু এবং তাঁহার সেবনীয় পরমেষ্ঠি গুরুর চরণে প্রণাম করি ॥ ৭ ॥

ইহা দ্বারা মিলিত ভাবে শ্রীগুরু, পরমগুরুদিগকে প্রণাম করা হইল।

যিনি স্বীয় পাদপদ্মের তেজোদ্বারা সংসার-কুবুদ্ধিতারূপ অন্ধকার নাশ করেন, যাহাতে ব্রজপ্রণয়ের সৌন্দর্য্য বর্ত্তমান, যিনি প্রণতলোক সকলে তাপসংহারক, যিনি ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রিয়, যাহার আহ্লাদ জনক মধুর মূর্ত্তি এবং যিনি ভবসমুদ্র সন্তারণকারী এতাদৃশ পরম গুরুকে প্রণাম করি ॥ ৮ ॥

রাধাব্রজেন্দ্রাত্মজভাবমূর্ত্তয়ে,
বৃন্দাবনপ্রেমসুখায়রত্যৈ।
কারুণ্যবারাং নিধয়ে মহাত্মনে,
পরাৎপরস্মৈ গুরবে নমোঽস্তু মে ॥ ৯ ॥
মহামহিমবন্দিতং সকলসত্ত্বভদ্রাকরং,
ব্রজেন্দ্রসুতসেবনপ্রণয়সীধুবিশ্বম্ভরং।
কৃপাময়কলেবরং রসবিলাসভূষাধরং,
নমামি পরমেষ্ঠিনং গুরুমহং সদা শঙ্করম্ ॥১০॥
ততঃ পুটাঞ্জলির্ভূত্বা শ্রীগুরুচরণে শরণং
প্রার্থয়েৎ—
ত্রায়স্ব ভো জগন্নাথ গুরো সংসারবহ্নিনা।
দগ্ধং মাং কালদষ্টঞ্চ ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ১১ ॥

যিনি রাধাকৃষ্ণের ভাব মূর্ত্তিস্বরূপ, যিনি বৃন্দাবন প্রেম সুখের রতিস্বরূপ, যিনি কারুণ্য সমুদ্রের নিধিস্বরূপ এতাদৃশ মহাত্মা পরাৎপর গুরুকে আমি প্রণাম করি। ৯॥

যিনি মহামহিমান্বিতগণ কর্ত্তৃক বন্দিত, যিনি শ্রীব্রজরাজ নন্দনের সেবারূপ-প্রণয় মধু দ্বারা অর্থাৎ প্রেমসেবারূপ মকরন্দে বিশ্বভরণ করিয়া থাকেন, যাহার কলেবর কৃপাপূর্ণ, যিনি রসবিলাসোপযোগী ভূষা ধারণ করিয়া থাকেন, এবং যিনি সর্ব্বদা মঙ্গল বিধানে রত সেই পরমেষ্টি গুরুকে আমি নমস্কার করি॥ ১০॥

অনন্তর কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক শ্রীগুরুচরণে শরণ প্রার্থনা করিবে। যে সকল স্থানে বিজ্ঞাপন উল্লেখ আছে সেই সকল স্থানে সাধক মহাশয়গণ যোড়হস্ত হইয়া ঐ শ্লোকটি পাঠ করিবেন।

হে জগন্নাথ! হে গুরো! আমি সংসাররূপ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ ও কাল কর্ত্তৃক দষ্ট (দংশিত) হইতেছি, অতএব আমাকে তাহা হইতে রক্ষা করুণ। ...নে আপনার শরণাপন্ন হইলাম॥ ১১॥

হে শ্রীগুরো ! জ্ঞানদ ! দীনবন্ধো !
স্বানন্দদাতঃ ! করুণৈকসিন্ধো !
বৃন্দাবনাসীনহিতাবতার
প্রসীদ রাধাপ্রণয়প্রচার ॥ ১২ ॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভোঃ প্রণামঃ—

আনন্দলীলাময়বিগ্রহায় হেমাভদিব্যচ্ছবিসুন্দরায় ।
তস্মৈ মহাপ্রেমরসপ্রদায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে ॥ ১৩ ॥

যস্যৈব পাদাম্বুজভক্তিলভ্যঃ
প্রেমাভিধানঃ পরমঃ পুমর্থঃ ।
তস্মৈ জগন্মঙ্গলমঙ্গলায়
চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে ॥ ১৪ ॥

নমশ্চৈতন্যচন্দ্রায় কোটিচন্দ্রাননত্বিষে,
প্রেমামৃতাব্ধিচন্দ্রায় চারুচন্দ্রাংশুহাসিনী ॥ ১৫ ॥

হে শ্রীগুরো ! হে জ্ঞানদায়িন্ ! হে দীনবন্ধো ! হে স্বানন্দপ্রদ ! হে করুণাসাগর ! হে বৃন্দাবন বিহারীর মঙ্গলময় অবতার স্বরূপ ! হে রাধাপ্রেম প্রচার কারিন্ ! আপনি প্রসন্ন হউন ॥ ১২ ॥

যাঁহার শ্রীবিগ্রহ আনন্দলীলাময়, যিনি সুবর্ণতুল্য দিব্যকান্তি দ্বারা সুন্দর হইয়াছেন, সেই মহাপ্রেমরস প্রদান কারিন্ চৈতন্য চন্দ্রকে বারম্বার প্রণাম করি ॥ ১৩ ॥

যাঁহার পাদপদ্মে ভক্তি করিলে প্রেমনামক পরম পুরুষার্থপ্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই জগতের মঙ্গলের মঙ্গল স্বরূপ চৈতন্যচন্দ্রকে বারম্বার প্রণাম করি ॥ ১৪ ॥

কোটি চন্দ্রের ন্যায় যাঁহার মুখকান্তি, যাহার হাস্য মনোহর চন্দ্রকিরণ হইতেও অতি সুন্দর, যিনি প্রেমামৃত সাগরের চন্দ্রস্বরূপ সেই শ্রীচৈতন্য চন্দ্রকে প্রণাম করি ॥ ১৫ ॥

ততঃ বিজ্ঞাপনং।

সংসারদুঃখজলধৌ পতিতস্য কাম-
ক্রোধাদিনক্রমকরৈঃ কবলীকৃতস্য।
দুর্ব্বাসনানিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য
চৈতন্যচন্দ্র ! মম দেহি পদাবলম্বম্ ॥১৬॥

ততঃ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভোঃ প্রণমেৎ—

ঔদার্য্যেণ সুকামধেনুদিবিষদ্বৃক্ষেন্দু চিন্তামণি-
বৃন্দং ব্রহ্মসুখঞ্চ সুন্দরতয়া কন্দর্পবৃন্দং প্রভুম্।
বাৎসল্যেন সুমাতৃধেনুনিচয়ং বিস্পর্দ্ধিনং নন্দিনং
নিত্যানন্দমহং নমামি মধুরপ্রেমাব্ধিসংবর্দ্ধিনম্ ॥১৭॥
বিদ্যুদ্দামমদাভিমর্দ্দনরুচিং বিস্তীর্ণবক্ষঃস্থলং,
প্রেমোদ্ঘূর্ণিতলোচনাঞ্চল লসত্ স্মরাভি রামাননং।
নানাভূষণভূষিতং সুমধুরং বিভ্রদ্ঘনাভাম্বরং,
সর্ব্বানন্দকরং পরঞ্চ প্রভুনিত্যানন্দচন্দ্রং ভজে ॥ ১৮ ॥

আমি সাংসারিক দুঃখ সমুদ্রে পতিত, কামক্রোধাদিরূপ কুম্ভীর, মকরাদি কর্ত্তৃক গ্রাসিত, দুর্ব্বাসনারূপ শৃঙ্খল দ্বারা জড়িত ও নিরাশ্রয় হইয়াছি অতএব হে চৈতন্যদেব! আমাকে পদাশ্রয় প্রদান করুণ। ১৬।

যিনি ঔদার্য্যগুণে শ্রেষ্ঠ কামধেনু স্বরূপ, দেবতরু স্বরূপ, চিন্তামণি স্বরূপ, ব্রহ্মসুখ স্বরূপ, চন্দ্রস্বরূপ, সৌন্দর্য্যে কন্দর্প সমূহের প্রভাযুক্ত, বাৎসল্য বিভবে সুমাতৃ ধেনুসমূহ স্বরূপ, এতাদৃশ বিশিষ্টরূপে স্পর্দ্ধাকারী আহ্লাদকারী, মধুর প্রেমসমুদ্রের সম্বর্দ্ধনকারী শ্রীনিত্যানন্দকে প্রণাম করি ॥ ১৭ ॥

যাঁহার রুচি বিদ্যুল্লতাকেও পরাভব করিয়া থাকে, যাঁহার বক্ষঃস্থল [বিস্]তীর্ণ, যাহার সুন্দর মুখমণ্ডল প্রেমপ্রভাবে ঘূর্ণিত হইয়া থাকে, লোচন ও ঈষৎ হাস্য দ্বারা শোভিত হইতেছে, যিনি সুমধুর, যিনি মেঘবর্ণ বস্ত্র

শ্রীমন্নিত্যানন্দচন্দ্রং করুণাময়বিগ্রহং।
চৈতন্যাভিন্নদেহং তং বন্দেসর্ব্বজনপ্রিয়ং ॥ ১৯ ॥
নিত্যানন্দমহং বন্দে কর্ণে লম্বিতমৌক্তিকং।
চৈতন্যাগ্রজরূপেন পবিত্রীকৃত ভূতলম্ ॥ ২০ ॥

ততঃ বিজ্ঞাপনং—

হাড়াইপণ্ডিততনুজং কৃপাসমুদ্র
পদ্মাবতীতনয় তীর্থপদারবিন্দ
ত্বং প্রেমকল্পতরুরার্ত্তিহরাবতারো
মাং পাহিপামরমনাথমন্যমন্দম্ ॥ ২১ ॥

শ্রীঅদ্বৈত প্রভোঃ প্রণামং—

যেন শ্রীহরিরীশ্বরঃপ্রকটয়াঞ্চক্রে কলৌ রাধয়া
প্রেম্না যেন মহেশ্বরেন সকলং প্রেমাম্বুধৌ প্লাবিতম্।
বিশ্বং বিশ্ববিকাশিকীর্ত্তিমতুলং ত্বং দীনবন্ধুং প্রভু-
মদ্বৈতং সততং ননামি হরিনাদ্বৈতং হি মর্ব্বার্থদম্ ॥ ২২ ॥

পরিধান করিয়া থাকেন সেই সর্ব্বানন্দকারী পরমপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রকে বন্দনা করি ॥ ১৮ ॥

যাঁহার করুণাময় শরীর, যাঁহার দেহ চৈতন্য হইতে অভিন্ন সেই সর্ব্বজন প্রিয় শ্রীমন্নিত্যানন্দচন্দ্রকে আমি বন্দনা করি ॥ ১৯ ॥

যাঁহার কর্ণে মুক্তা লম্বিত হইতেছে এবং যিনি চৈতন্যের অগ্রজরূপে ভূমণ্ডলকে পবিত্র করিয়াছেন, সেই শ্রীনিত্যানন্দকে আমি বন্দনা করি ॥ ২০ ॥

হে হাড়াই পণ্ডিতপুত্র! হে কৃপাসমুদ্র! হে পদ্মাবতী তনয়! তীর্থ-স্বরূপ পাদপদ্মযুক্ত! আপনি প্রেমকল্পতরু, এবং পীড়াহরণ জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন অতএব আমাকে পামর, অনাথ সর্ব্বাপেক্ষা মন্দ জ্ঞান করিয়া রক্ষা করুণ ॥ ২১ ॥

যিনি রাধিকা সহিত ঈশ্বর হরিকে প্রকাশ করিয়াছেন যে মহেশ্বর সম

নিস্তারিতাশেষজনং দয়ালুং
প্রেমামৃতাব্ধৌ পরিমগ্নচিত্তং।
চৈতন্যদেবাদৃত মাদরেণ
অদ্বৈতচন্দ্রং শিরসা নমামি ॥ ২৩ ॥

বিজ্ঞাপনং—

অদ্বৈত তে করুণয়া প্রণয়াবলোকৈঃ
কে বা, ভবন্ নহি শচীতনয়স্যদাসাঃ।
প্রেমাম্বুধৌ চ সহসা বত কে ন মগ্না
আশাপি নো ভবতি মে বত কিং ব্রবীমি ॥ ২৪ ॥

শ্রীগদাধর পণ্ডিতস্য প্রণামং—

যৎপাদাব্জনখাগ্রকান্তিলবতো হ্যজ্ঞানমোহঃক্ষয়ং
যৎকারণ্যকটাক্ষতঃস্বয়মসৌ শ্রীগৌরচন্দ্রোবশম্।
যাতীষদ্ভজনাচ্চ যস্যজগতাং প্রেমেন্দুরন্তর্নভো
নৌমি শ্রীলগদাধরং তমতুলানন্দৈক কল্পদ্রুমম্ ॥২৫॥

বিশ্ব প্রেমসমুদ্রে প্লাবিত করিয়াছেন যাঁহার কীর্ত্তি সত্য বিশ্বে প্রকাশিত হইয়াছে সেই দীনবন্ধু হরির সহিত অভিন্ন সর্ব্বার্থদায়ী অদ্বৈত প্রভুকে সর্ব্বদা প্রণাম করি। ২২ ॥

যিনি অশেষ লোককে নিস্তার করিয়াছেন, যাহার চিত্ত প্রেম সমুদ্রে পরিমগ্ন, স্বয়ং চৈতন্যদেব যাহার আদর করিয়া থাকেন, সেই দয়ালু অদ্বৈত-চন্দ্রকে আমি আদর সহকারে মস্তক দ্বারা প্রণাম করি। ২৩॥

হে অদ্বৈত! আপনার করুণাজনিত প্রণয়াবলোকন দ্বারা কোনব্যক্তি শচীনন্দনের দাস না হয়? এবং কোন ব্যক্তিরই বা আশা প্রেমসমুদ্রে মগ্ন না হয়? আমার সম্বন্ধে আর কি বর্ণনা করিব? ॥ ২৪ ॥

যাহার পাদপদ্মের নখাগ্র কান্তিকণায় অজ্ঞান ও মোহক্ষীণ হইয়া যায়, যার করুণাকটাক্ষপ্রভাবে স্বয়ং শ্রীগৌরচন্দ্র বশীভূত হইয়া থাকেন

বিদ্যুৎপুঞ্জবিড়ম্বিসুন্দরতনুং হেমাব্জদিব্যাননং
স্নিগ্ধাঙ্ঘ্রিংকরপাদহিঙ্গুলরুচং শুক্লাম্বরং সুন্দরম্ ।
ভক্তানাং পরিপালনাদ্র হৃদয়ং শ্রীগৌরসব্যে স্থিতং
মঞ্জু-শ্রীলগদাধরং প্রভুবরং শ্রীপণ্ডিতাখ্যং ভজে ॥ ২৬ ॥

বিজ্ঞাপনম্—

হে শ্রীগদাধর ! দয়াসরিতাং পতিস্ত্বং
প্রেম্ণা বশীকৃতশচীতনয়ো বিভুশ্চ ।
পদ্মাবতীতনয় এব তথা বশী তে
কিং তে ব্রবীমি ময়ি পামরকে কৃপায়ৈ ॥ ২৭ ॥

শ্রীবাসাদীনাং প্রণামঃ—

যে তীর্থপ্রমিতাঃ পুনন্তি জগতঃ সদ্বৈদ্যকল্পাঃ প্রতি-
কুর্ব্বন্তীন্দুনিভাঃ কৃপামৃতরুচোঽপ্যাপ্যায়য়ন্তি স্বয়ম্ ।
সুস্নিগ্ধা হরিচন্দনানি কলয়ন্ত্যাভূষন্ত্যদ্ভুতা
রত্নালী রহিতান্ নমামি সততং শ্রীবাসমুখ্যান্ মুহুঃ ॥২৮॥

যাঁহাকে অল্পমাত্র ভজনা করিলেই লোকসকলের অন্তরাকাশে প্রেমচন্দ্র উদিত হইয়া থাকেন, অতুল আনন্দের একমাত্র কল্পবৃক্ষ স্বরূপ সেই শ্রীল-গদাধর পণ্ডিতকে আমি প্রণাম করি ॥ ২৫ ॥

যাঁহার সুন্দর শরীর বিদ্যুৎ সমূহকেও পরাভব করিয়া থাকে, যাঁহার মুখমণ্ডল স্বর্ণপদ্মের ন্যায় ও চরণযুগল স্নেহবলিত, যাহার হস্ত ও পাদদেশে হিন্দুলের রুচি বর্ত্তমান, যিনি শুভ্রবসন পরিধান করিয়া থাকেন, যাহার হৃদয় ভক্ত সকলের পালনার্থ আর্দ্র হইয়া থাকে, সেই শ্রীগৌরাঙ্গের বামপার্শ্বস্থ সুন্দর মনোহর শ্রীযুক্ত শ্রীপণ্ডিত নামধারী গদাধর প্রভুবরকে আমি ভজনা করিতেছি ॥ ২৬ ॥

হে শ্রীগদাধর! আপনি দয়ার সাগর, আপনি প্রেম দ্বারা বিভু অর্থাৎ পরমেশ্বর শচীনন্দনকেও বশীভূত করিয়াছেন, সেইরূপ পদ্মাবতী তনয়কেও বশীভূত করিয়াছেন, অতএব এই পামরের প্রতি কৃপাবিষয়ে আপনাকে আমি কি নিবেদন করিব ? ॥ ২৭ ॥

বিজ্ঞাপনম্—

হে শ্রীবাসাদয় ইহ কৃপামূর্ত্তয়ো গৌরচন্দ্র-
প্রেমাম্ভোধেঃ সুরবিটপিনঃ সান্দ্রসৌম্যস্বভাবাঃ।
দীনোদ্ধারে প্রবলনিয়মাঃ প্রেমদা যূয়মেব
তস্মাদজ্ঞং প্রপদরজসা পাপিনং মাং পুনীত ॥ ২৯ ॥
বন্দে শ্রীজগন্নাথং কিঞ্চিৎ শ্যামাঙ্গতুন্দিলম্।
তিলতণ্ডুলিতং কেশং দধানং গৌরপুত্রকম্ ॥ ৩০ ॥ *

হইয়া কৃপামৃত কান্তিদ্বারা আপ্যায়িত করিয়া থাকেন, এবং স্নেহপূর্ণ মানসে রত্নভূষণে অলঙ্কৃত না হইয়া কেবল হরিচন্দন দ্বারা আপনাকে আশ্চর্য্যরূপে বিভূষিত করিয়া থাকেন, সেই শ্রীবাস প্রভৃতিকে বারম্বার সর্ব্বদা প্রণাম করি ॥ ২৮ ॥

হে শ্রীবাসাদি মহাত্মাগণ! আপনারা শ্রীমৎ কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমসমুদ্রের কৃপাময় মূর্ত্তি ও দেবতরু (কল্পবৃক্ষ) স্বরূপ এবং নিবিড় সৌম্য-স্বভাব, দীন সকলের উদ্ধার বিষয়ে দৃঢ় ব্রত ধারণ করিয়াছেন অতএব আপনারা এই অজ্ঞকে পাদাগ্র ধুলি দ্বারা পবিত্র করুন ॥ ২৯ ॥

যিনি কিঞ্চিৎ শ্যামবর্ণ ও তুন্দিল অর্থাৎ স্থূলোদরবিশিষ্ট, যিনি কৃষ্ণবর্ণ ও শ্যামবর্ণ অর্থাৎ অর্দ্ধপক্ককেশ কলাপ ধারণ করিয়াছেন এবং যাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গ নামক পুত্র সেই শ্রীজগন্নাথমিশ্রকে প্রণাম করি ॥ ৩০ ।

* এই স্থলে কোন ২ সাধকের মনে সন্দেহ জন্মিতে পারে, শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর পিতা শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের প্রণাম ভক্তগণের মধ্যে কিরূপে হইতে পারে? এবিষয় আমিও ভ্রমে পতিত হইয়া কোন ২ মহাত্মার শরণাপন্ন হইয়াছিলাম কিন্তু তাহাতেও কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই কারণ নানামুনির নানামত, শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুকে গৌড়েশ্বর বৈষ্ণবগণ ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন; ঈশ্বর অনাদিপুরুষ তাহার পিতামাতা নাই, শ্রীগজন্নাথ মিশ্র ও বাৎসল্যরসের ভক্ত সুতরাং এই ক্রমবিপর্য্যয়ে দোষ হইতে পারে না।

নমামি শ্রীশচীদেবীং শুদ্ধস্বর্ণসমপ্রভাং।
পরমস্নেহরূপাং তাং শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গমাতরম্‌ ॥ ৩১ ॥

বন্দে পদ্মাবতীং শ্রীমদ্ধাড়াই পণ্ডিতপ্রিয়াম্‌।
পরমানন্দদাং পূজ্যাং প্রেমভক্তিস্বরূপিণীম্‌ ॥ ৩২ ॥

শ্রীলাদ্বৈতপ্রিয়াং বন্দে শ্রীসীতাং কুঙ্কুমপ্রভাম্‌।
ভক্তিরত্নপ্রদাং প্রেমবর্দ্ধিনীং তাপহারিণীম্‌ ॥ ৩৩ ॥

লক্ষ্মীং বিষ্ণুপ্রিয়াং বন্দে শ্রীগৌরপ্রেমরূপিণীম্‌।
তড়িৎ-চম্পক-হেমাভাং কিশোরীং রসবর্দ্ধিনীম্‌ ॥ ৩৪ ॥

বসুধাং জাহ্নবাং বন্দে নিত্যানন্দরতিপ্রদাম্‌।
প্রেমানন্দরসোন্মত্তাং চারুচামীকরপ্রভাম্‌ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকৃপৈকবিত্তস্তৎপ্রেমহেমাভরণাঢ্যচিত্তঃ।
নিপত্য ভূমৌ সততং নমাম স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ ॥৩৬॥

যাহার বর্ণ শুদ্ধ স্বর্ণ তুল্য, যিনি পরম স্নেহরূপা সেই শ্রীমৎ গৌরাঙ্গ জননী শচীদেবীকে প্রণাম করি ॥ ৩১ ॥

শ্রীমৎ হাড়াই পণ্ডিতের প্রিয়তমা পরমানন্দদায়িনী, পূজনীয়া, প্রেমভক্তি স্বরূপিণী পদ্মাবতীকে আমি প্রণাম করি ॥ ৩২ ॥

কুঙ্কুমের ন্যায় প্রভাযুক্ত ভক্তিরত্ন প্রদায়িনী প্রেমবর্দ্ধিনী তাপহারিণী সেই শ্রীল অদ্বৈত প্রিয়া শ্রীসীতাদেবীকে আমি প্রণাম করি ॥ ৩৩ ॥

বিদ্যুৎ, চম্পক ও সুবর্ণের আভাযুক্ত কিশোরী, রসবর্দ্ধনকারিণী শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমরূপিণী লক্ষ্মী ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে আমি বন্দনা করি ॥ ৩৪ ॥

শ্রীনিত্যানন্দের রতিপ্রদায়িনী প্রেমানন্দরসে উন্মত্তা চারু চামীকর অর্থাৎ স্বর্ণের প্রভাযুক্ত বসুধা ও জাহ্নবাকে আমি বন্দনা করি ॥ ৩৫ ॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর একমাত্র কৃপাধনে ধনী এবং তাঁহার প্রেমস্বরূপহেমাভরণে অলঙ্কৃত চিত্ত, আমি ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া সেই শ্রীলোকনাথ গোস্বামিকে প্রণাম করি ॥ ৩৬ ॥

রসিকানাং শিরোরত্নং শ্রীগৌরপ্রেমভাজনম্।
শ্রীস্বরূপমহং বন্দে অকিঞ্চনজনাশ্রয়ম্ ॥ ৩৭ ॥

বৈরাগ্যযুগ্‌ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্য্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি ॥ ৩৮ ॥

আদধানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজে ধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি ॥ ৩৯ ॥

হা রাধে ! ব্রজদেবিকে ! চ
ললিতে ! হে নন্দসূনো ! কুতঃ,
শ্রীগোবর্দ্ধন ! নীপপাদপ !
কুতঃ কালিন্দি ! রম্যে ! কুতঃ।
সীদন্তাবিতি সর্ব্বতো ব্রজপুরে খেদৈর্ম্মহাবিহ্বলৌ,
বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীবগোপালকৌ ॥ ৪০ ॥

রসিক সকলের শিরোমণিস্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমপাত্র অকিঞ্চন জনের আশ্রয়স্বরূপ শ্রীস্বরূপকে আমি বন্দনা করি ॥ ৩৭ ॥

যিনি অনিচ্ছুক অথচ অজ্ঞস্বরূপ আমাকে প্রযত্ন সহকারে বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরস পান করাইয়াছেন, সেই কৃপাসমুদ্রস্বরূপ, পরদুঃখে দুঃখী প্রভু সনাতনকে আমি আশ্রয় করি ॥ ৩৮ ॥

আমি দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া ইহা বারম্বার যাচ্ঞা করিতেছি যে, যেন আমি জন্মে জন্মে শ্রীমদ্রূপের পাদপদ্মের ধূলি হইতে পারি ॥ ৩৯ ॥

হে ব্রজদেবিকে রাধে ! হে ললিতে ! হে নন্দ পুত্র ! আপনারা কোথায় আছেন ? হে শ্রীগোবর্দ্ধন ! হে নীপতরো ! (কল্পবৃক্ষ) হে সুন্দরি কালিন্দি ! আপনারাইবা কোথায় আছেন ? এই বলিয়া যাঁহারা সমস্ত ব্রজপুরে অবসন্ন হইয়া খেদ প্রকাশে মহা বিহ্বল হইয়াছেন, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট ও শ্রীরঘুনাথ দাস, শ্রীজীব ও সেই শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামিকে আমি বন্দনা করিতেছি ॥ ৪০ ॥

শ্রীনবদ্বীপস্য প্রণামঃ—

নবীন শ্রীভক্তিং নবকনকগৌরাকৃতিপতিং,
নবারণ্যশ্রেণীনবসুরসরিদ্‌বাতবলিতম্‌।
নবীনশ্রীরাধাহরিরসময়োৎকীর্ত্তন বিধিং,
নবদ্বীপং বন্দে নবকরুণমাদ্যং নবরুচিম্‌ ॥ ৪১ ॥

শ্রীগঙ্গায়াঃ প্রণামঃ—

নবদ্বীপারামপ্রকরকুসুমামোদবলিতাং,
স্ফুরদ্রত্নশ্রেণীচিততটসুতীর্থাবলিযুতাম্‌।
হরেগৌরাঙ্গস্যাতুলচরণরেণূক্ষিততনুং,
সমুদ্যৎপ্রেমোর্ম্মিং-তুমুলহরিসঙ্কীর্ত্তনরসৈঃ ॥
প্রভুক্রীড়াপাত্রীমমৃতরসগাত্রীমৃষিঘটাং
শিবব্রহ্মেন্দ্রাদীড়িতমহিতমাহাত্ম্যনখরাম্‌।
লসৎকিঞ্জল্কাম্ভোজনিমধুপগর্ব্বোরুকরুণা,
মহং বন্দে গঙ্গামঘনিকরভঙ্গাজলকণাম্‌ ॥ ৪২ ॥

নবীন সুবর্ণের ন্যায় গৌরকান্তি শ্রীমহাপ্রভু যে স্থানে নব নব ভক্তিরস বিস্তার করত বিহার করিতেছেন, নূতন অরণ্যশ্রেণী শোভিত, নূতন সুরধনীর বায়ুহিল্লোলযুক্ত, নবীন শ্রীরাধাগোবিন্দের রসময় উদ্দণ্ড কীর্ত্তন বিধিযুক্ত নবকরুণ অর্থাৎ দয়াযুক্ত, নবরুচিযুক্ত সেই নবদ্বীপের আমি বন্দনা করি ॥ ৪১ ॥

নবদ্বীপস্থ বৃক্ষ বাটিকা সমূহের পুষ্প সকলের সৌরভযুক্তা, দীপ্তিশীলরত্ন শ্রেণীদ্বারা বদ্ধ সুন্দরতীর্থ অর্থাৎ ঘাট সমূহ দ্বারা সুশোভিতা, গৌরহরির অতুল চরণরেণু দ্বারা পূত শরীরা তুমুল হরি সঙ্কীর্ত্তন রসে সমুত্থিত প্রেম-তরঙ্গে শোভিতা, আর যিনি প্রভুর ক্রীড়া পাত্রী, অমৃতরস গাত্রী যাঁহার পাদনখরের শ্রেষ্ঠ মাহাত্ম্য ঋষিগণ ও শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ বর্ণন করিয়া

শ্রীগুরুরূপাসখ্যঃ—

গুরুরূপাসখীং বন্দে সেবাসম্পৎসমন্বিতাম্ ।
শ্রীরাধাপ্রেমবর্ত্মাঢ্যাং সুখদাং তদ্‌গণাশ্রিতাম্ ॥ ৪৩ ॥
শ্রীরাধিকা রসাবিষ্টাং, সর্ব্বানন্দকারিণীং ।
শ্রীমৎ পরমগুর্ব্বাদি সখীরূপাং নমাম্যহম্ ॥ ৪৪ ॥

ততঃ শ্রীবৃন্দাবনস্য প্রণামঃ—

আনন্দবৃন্দপরিতুন্দিলমিন্দিরায়া
আনন্দবৃন্দপরিনন্দিতনন্দপুত্রম্ ।
গোবিন্দসুন্দরবধূপরিনন্দিতং তদ্‌
বৃন্দাবনং মধুরমূর্ত্তমহং নমামি ॥ ৪৫ ॥

থাকেন, বিকসিত পদ্মোপরি ভ্রমর সকল যাঁহার মহতী করুণা কীর্ত্তন করিয়া থাকে, যাঁহার জলকণা দ্বারা পাপরাশি ভঙ্গ হইয়া পড়ে, সেই গঙ্গা দেবীকে আমি বন্দনা করি ॥ ৪২ ॥

যিনি যুগোল সেবারূপ সম্পদযুক্তা, শ্রীরাধার প্রেমমার্গে বর্ত্তমানা, সুখদায়িনী ও শ্রীরাধিকার গণাশ্রিতা সেই গুরুরূপা সখীকে আমি বন্দনা করি ॥ ৪৩ ॥

যাঁহারা শ্রীরাধিকার রসে আবিষ্টচিত্তা, সর্ব্বদা আনন্দকারিণী সেই পরমগুরু প্রভৃতি সখীগণকে প্রণাম করি ॥ ৪৪ ॥

যে বৃন্দাবন আনন্দ সমূহে তুন্দিল অর্থাৎ স্থূল, যথায় লক্ষ্মীর ক্রীড়াজনিত আনন্দসমূহ দ্বারা নন্দ পুত্র আহ্লাদিত হইয়া থাকেন, যে বৃন্দাবন গোবিন্দের সুন্দর বধূসকল কর্ত্তৃক পরিনন্দিত অর্থাৎ আনন্দিত, আমি সেই মধুর মূর্ত্তি শ্রীবৃন্দাবনকে প্রণাম করিতেছি ॥ ৪৫ ॥

শ্রীবৃন্দায়াঃ প্রণামঃ—

তবারণ্যে দেবি ! ধ্রুবমিহ মুরারির্বিহরতে
সদা প্রেয়স্যেতি শ্রুতিরপি বিরৌতি স্মৃতিরপি।
ইতি জ্ঞাত্বা বৃন্দে ! চরণমভিবন্দে তব কৃপাং
কুরুষ্ব ক্ষিপ্রং মে ফলতু নিতরাং তর্ষবিটপী ॥ ৪৬ ॥

শ্রীতুলস্যাঃ প্রণামঃ—

যা দৃষ্টা নিখিলাঘসঙ্ঘশমনী স্পৃষ্টা বপুঃপাবনী
রোগাণামভিবন্দিতা নিরসিনী সিক্তান্তকত্রাসিনী।
প্রত্যাসত্তিবিধায়িনী ভগবতঃ কৃষ্ণস্য সংরোপিতা
ন্যস্তা তচ্চরণে বিমুক্তিফলদা তস্যৈ তুলস্যৈ নমঃ ॥৪৭॥

শ্রীপৌর্ণমাস্যাঃ প্রণামঃ—

রাধেশকেলিপ্রভুতাবিনোদবিন্যাসবিজ্ঞাং ব্রজবন্দিতাঙ্ঘ্রিম্।
কৃপালুতাদ্যাখিলবিশ্ববৃদ্ধাং শ্রীপৌর্ণমাসীং শিরসা নমামি ॥৪৮॥

হে দেবী ! আপনার অধিকৃত এই বৃন্দাবনে মুরারি নিশ্চয় সব প্রেয়সীগণের সহিত সর্ব্বদা বিহার করেন এই কথা শ্রুতিগণ ও স্মৃতিগণ মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া থাকেন। হে বৃন্দে! আমি ইহা জ্ঞাত হইয়া আপনার চরণ বন্দনা করিতেছি, আপনি আমার প্রতি কৃপাকরুণ যাহাতে আমার বাঞ্ছাতরু শীঘ্রই সম্যক্ ফলবান্ হইতে পারে॥ ৪৬ ॥

যাহাকে দর্শন করিলে নিখিল পাপরাশী নষ্ট হইয়া যায়, যাহাকে স্পর্শ করিলে শরীর পবিত্র হইয়া থাকে, যাহাকে অভিবাদন করিলে রোগ সকল নিরস্ত হইয়া থাকে যাহাকে সেবন করিলে যমভয় দূরীভূত হয়. যাহাকে রোপণ করিলে ভগবান্ কৃষ্ণের সান্নিধ্য প্রদান করিয়া থাকেন, যাহাকে কৃষ্ণচরণে অর্পণ করিলে মুক্তিফল লাভ করা যায়, সেই শ্রীতুলসীকে আমি প্রণাম করিতেছি ॥ ৪৭ ॥

যিনি রাধাকান্তের কেলী বিষয়ক নানাপ্রকার লীলা বিস্তারে সুনিপুণ

শ্রীপৌর্ণমাস্যাশ্চরণারবিন্দং
বন্দে সদা ভক্তিবিতানহেতুম্ ।
শ্রীকৃষ্ণলীলাব্ধিতরঙ্গমগ্নং
যস্যা মনঃ সর্ব্বনিষেবিতায়াঃ ॥ ৪৯ ॥

শ্রীযমুনায়াঃ প্রণামঃ—

গঙ্গাদিতীর্থপরিসেবিতপাদপদ্মাং
গোলোকসৌখ্যরসপূরমহিং মহিম্না ।
আপ্লাবিতাখিলসুসাধুজনাং সুখাব্ধৌ
রাধামুকুন্দমুদিতাং যমুনাং নমামি ॥ ৫০ ॥

শ্রীগোবর্দ্ধনস্য প্রণামঃ—

সপ্তাহমেবাচ্যুতহস্তপদ্মকে
ভৃঙ্গায়মানং ফলমূলকন্দরৈঃ ।
সংসেব্যমানং হরিমাত্মবৃন্দকৈঃ
গোবর্দ্ধনাদ্রিং শিরসা নমামি ॥ ৫১ ॥

ব্রজবাসিগণ যাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া থাকেন কৃপালুত্বাদিগুণসমূহে যিনি অখিল বিশ্বমধ্যে বৃদ্ধা (অর্থাৎ মাননীয়া,) সেই পৌর্ণমাসী দেবীকে আমি মস্তক দ্বারা প্রণাম করিতেছি ॥ ৪৮ ॥

যাঁহার চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের লীলারূপ পয়োধির তরঙ্গে নিমগ্ন হইয়া সর্ব্বদা প্রেমভক্তি বিস্তারের কারণস্বরূপ হইয়া থাকে, সেই সর্ব্বজন বন্দিত শ্রীপৌর্ণমাসী ভগবতী দেবীকে আমি বন্দনা করি ॥ ৪৯ ॥

গঙ্গাদি তীর্থ সমূহ যাঁহার পাদপদ্মের সেবা করিয়া থাকে গোলকের সৌখ্য রসরাশিরূপ মহামহিমা দ্বারা মহত্তম সাধু সকলকে সুখ সমুদ্রে আপ্লাবিত থাকেন এবং যিনি রাধাগোবিন্দ কর্ত্তৃক আহ্লাদিত হইয়া থাকেন সেই শ্রীযমুনাকে প্রণাম করিতেছি ॥ ৫০ ॥

যিনি সপ্তাহকাল শ্রীকৃষ্ণের হস্ত পদ্মে ভ্রমরের ন্যায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন

শ্রীশ্যামকুণ্ডস্য প্রণামঃ—

দুষ্টারিষ্টবধে স্বয়ং সমভবৎ কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি পদ্মাদিদং,
স্ফীতং যন্মকরন্দবিস্তৃতিরিবারিষ্টাখ্যমিষ্টং সরঃ।
সোপানৈঃ পরিরঞ্জিতং প্রিয়তয়া শ্রীরাধয়া কারিতৈঃ,
প্রেমালিঙ্গদিবপ্রিয়াসর ইদং তন্নিত্যনিত্যং ভজে ॥ ৫২ ॥

শ্রীরাধাকুণ্ডস্য প্রণামঃ—

শ্রীবৃন্দাবিপিনং সুরম্যমপি তৎশ্রীমান্ স গোবর্দ্ধনঃ
সা রাসস্থলিকাপ্যলং রসময়ৈঃ কিং তাবদন্যস্থলৈঃ।
যস্যাপ্যংশলবেন নার্হতি মনাক্ সাম্যং মুকুন্দস্য তৎ
প্রাণেভ্যোঽপ্যধিকং প্রিয়েব দয়িতং তৎ কুণ্ডমেবাশ্রয়ে ॥৫৩॥

যিনি স্বকীয় বা স্বজাত ফলমূলকন্দ প্রভৃতি দ্বারা হরির সেবা করিয়া থাকেন, আমি মস্তক দ্বারা সেই শ্রীগোবর্দ্ধন-পর্ব্বতকে প্রণাম করিতেছি। ৫১ ॥

যেমন শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ হইতে মকরন্দ বিস্তার হইয়া থাকে, তদ্রূপ দুষ্ট অরিষ্টাসুর (বৃষাসুর) বধ হইলে সর্ব্বাভিলষিত ও স্ফীত অরিষ্ট সংজ্ঞক এই যে প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান সরোবর (শ্যামকুণ্ড) স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছেন। যে সরোবর শ্রীরাধার প্রিয়ত্ব প্রযুক্ত তৎ প্রেরিত সখীগণ দ্বারা বিরচিত সোপান সমূহে পরিশোভিত হইয়া যেন প্রিয়তমা শ্রীরাধার সরোবরকে প্রেমালিঙ্গন পূর্ব্বক অবস্থিত রহিয়াছেন, সেই নিত্য হইতে নিত্য সরোবরকে আমি ভজনা করি। ৫২ ॥

সুরম্যশ্রীবৃন্দাবন, শ্রীগোবর্দ্ধন ও রসময় অন্য সকলের কথা কি বর্ণনা করিব? সেই রাসস্থলি পর্য্যন্ত ও যাহার কিঞ্চিৎ অংশ মাত্রের সহিত সমতা প্রাপ্ত হইতে পারে না এবং যিনি মুকুন্দের প্রাণ অপেক্ষাও অধিক সেই প্রিয়ার ন্যায় প্রিয় শ্রীরাধাকুণ্ডকেই আমি আশ্রয় করি। ৫৩ ॥

হে শ্রীসরোবর ! সদা ত্বয়ি সা মদীশা
প্রেষ্ঠেন সার্দ্ধমিহ খেলতি কামরঙ্গৈঃ।
ত্বঞ্চেৎ প্রিয়াৎ প্রিয়মতীব তয়োরিতীমাং
হা দর্শয়াদ্য কৃপয়া মম জীবিতাঃ তাম্ ॥ ৫৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্য প্রণামঃ—

নমো নলিননেত্রায় বেণুবাদ্যবিনোদিনে।
রাধাধরসুধাপান-শালিনে বনমালিনে ॥ ৫৫ ॥
নমঃ শ্যামশরীরায় নমস্তে পীতবাসসে।
চিদানন্দ-নিধানায় নমো গোপেন্দ্রসূনবে ॥ ৫৬ ॥
কন্দর্পকোটিরম্যায় স্ফুরদিন্দীবরত্বিষে।
জগন্মোহনলীলায় নমো গোপেন্দ্রসূনবে ॥ ৫৭ ॥

সরোবর ! পরমারাধ্যা সেই আমার ঈশ্বরী, তোমার এই সুনির্মল
প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সহিত যথেচ্ছ রঙ্গে ক্রীড়া করিতেছেন। তুমি
ধাকৃষ্ণের প্রিয় হইতে প্রিয় হইয়াছ অতএব কৃপাবলম্বন পূর্ব্বক
মার জীবিতেশ্বরী সেই শ্রীরাধারাণীকে একবার দর্শন করাও ॥ ৫৪ ॥

র নেত্র কমল তুল্য, যিনি মনোহর বেণু বাদ্য করিয়া থাকেন,
াধার অধর সুধাপানেরত, সেই বনমালী-শ্রীকৃষ্ণকে আমি প্রণাম
৫ ॥

শ্যাম শরীরকে প্রণাম করিতেছি, সেই পীতবস্ত্রকে প্রণাম করিতেছি,
ানন্দ-নিধানকে প্রণাম করিতেছি, সেই গোপেন্দ্র পুত্রকে প্রণাম
॥ ৫৬ ॥

কোটি কন্দর্পের ন্যায় রমনীয়, বিকসিত নীলপদ্মের ন্যায়, যাঁহার
যিনি মনোহরলীলা প্রকাশে জগৎ মুগ্ধ করিতেছেন, সেই নন্দ-নন্দন

হে শ্রীসরোবর ! সদা ত্বয়ি সা মদীশা
প্রেষ্ঠেন সার্দ্ধমিহ খেলতি কামরঙ্গৈঃ।
ত্বাঞ্চেৎ প্রিয়াৎ প্রিয়মতীব তয়োরিতীমাং
হা দর্শয়াদ্য কৃপয়া মম জীবিতাং তাম্ ॥ ৫৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্য প্রণামঃ—

নমো নলিননেত্রায় বেণুবাদ্যবিনোদিনে।
রাধাধরসুধাপান-শালিনে বনমালিনে ॥ ৫৫ ॥

নমঃ শ্যামশরীরায় নমস্তে পীতবাসসে।
চিদানন্দ-নিধানায় নমো গোপেন্দ্রসূনবে ॥ ৫৬ ॥
কন্দর্পকোটীরম্যায় স্ফুরদিন্দীবরত্বিষে।
জগন্মোহনলীলায় নমো গোপেন্দ্রসূনবে ॥ ৫৭ ॥

হে সরোবর ! পরমারাধ্যা সেই আমার ঈশ্বরী, তোমার এই সুনির্ম্মল সলিলে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সহিত যথেচ্ছ রঙ্গে ক্রীড়া করিতেছেন। তুমি সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রিয় হইতে প্রিয় হইয়াছ অতএব কৃপাবলম্বন পূর্ব্বক অদ্য আমার জীবিতেশ্বরী সেই শ্রীরাধারাণীকে একবার দর্শন করাও ॥ ৫৪ ॥

যাঁহার নেত্র কমল তুল্য, যিনি মনোহর বেণু বাদ্য করিয়া থাকেন, যিনি শ্রীরাধার অধর সুধাপানেরত, সেই বনমালী-শ্রীকৃষ্ণকে আমি প্রণাম করি ॥ ৫৫ ॥

সেই শ্যাম শরীরকে প্রণাম করিতেছি, সেই পীতবস্ত্রকে প্রণাম করিতেছি, সেই চিদানন্দ-নিধানকে প্রণাম করিতেছি, সেই গোপেন্দ্র পুত্রকে প্রণাম করিতেছি ॥ ৫৬ ॥

যিনি কোটি কন্দর্পের ন্যায় রমনীয়, বিকসিত নীলপদ্মের ন্যায় যাঁহার অঙ্গদ্যুতি, যিনি মনোহরলীলা প্রকাশে জগৎ মুগ্ধ করিতেছেন, সেই নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ৫৭ ॥

কৃষ্ণলাকৃতহারায় কৃষ্ণলাবণ্যশালিনে।
কৃষ্ণাকূলকরীন্দ্রায় কৃষ্ণায় করবৈ নমঃ ॥ ৫৮ ॥

সর্ব্বানন্দকদম্বায় কদম্বকুসুমস্রজে।
নমঃ প্রেমাবলম্বায় প্রলম্বারিকনীয়সে ॥ ৫৯ ॥

কুণ্ডলস্ফুরদংসায় বংশায় তু মুখশ্রিয়ে।
রাধামানসহংসায় ব্রজোত্তংসায় তে নমঃ ॥ ৬০ ॥

নমঃ শিখণ্ডচূড়ায় দণ্ডমণ্ডিতপাণয়ে।
কুণ্ডলীকৃতপুষ্পায় পুণ্ডরীকেক্ষণায় তে ॥ ৬১ ॥

রাধিকাপ্রেমমাধ্বীকমাধুরী মুদিতান্তরম্।
কন্দর্পবৃন্দসৌন্দর্য্যং গোবিন্দমভিবাদয়ে ॥ ৬২ ॥

যিনি গুঞ্জাহারে ভূষিত, ইন্দ্রনীল মনির ন্যায় যাহার অঙ্গকান্তি এবং কালিন্দীকূলের করীন্দ্রস্বরূপ, সেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ৫৮ ॥

যিনি অসীম আনন্দের কারণস্বরূপ, কদম্বপুষ্প-মালায় যাহার বক্ষঃস্থল শোভিত, যিনি ভক্তগণের প্রেমদ্বারা বশীভূত হন, সেই বলরামানুজ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ৫৯ ॥

দোদুল্যমান কর্ণকুণ্ডল দ্বারা যাহার স্কন্ধদেশ সুশোভিত, শ্রীমুখে মোহন-বংশী বিরাজিত, যিনি শ্রীরাধিকার চিত্তরূপ মানস সরোবরের হংসস্বরূপ, ব্রজবাসি জনগণের শিরোভূষণস্বরূপ, সেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ৬০ ॥

যাহার চূড়া ময়ূরপুচ্ছে শোভিত, যিনি রত্নখচিত দণ্ড ধারণ করিয়া থাকেন, পুষ্পনির্ম্মিত কুণ্ডলে যাহার কর্ণদ্বয় সুশোভিত, সেই কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি। ৬১।

শ্রীরাধিকার প্রেমমকরন্দের মাধুর্য্যে যাহার অন্তঃকরণ সর্ব্বদা আনন্দযুক্ত, কোটি কন্দর্পের ন্যায় যাহার সৌন্দর্য্য সেই শ্রীগোবিন্দকে আমি অভিবাদন করি। ৬২।

শৃঙ্গাররসশৃঙ্গারং কর্ণিকারাত্তকর্ণিকম্ ।
বন্দে প্রিয়ানবাভ্রাণাং বিভ্রাণং বিভ্রমং হরিম্ ॥৬৩॥

সাধ্বীব্রতমণিব্রাত পশ্যতোহরবেণবে ।
কহ্লারকৃতচূড়ায় শঙ্খচূড়ভিদে নমঃ ॥ ৬৪ ॥

রাধিকাধরবন্ধূকমকরন্দমধুব্রতম্ ।
দৈত্যসিন্ধুরপারীন্দ্রং বন্দে গোপেন্দ্রনন্দনম্ ॥ ৬৫ ॥

বর্হেন্দ্রায়ুধরম্যায় জগজ্জীবনদায়িনে ।
রাধাবিদ্যুদ্বৃতাঙ্গায় কৃষ্ণাম্ভোদায় তে নমঃ ॥ ৬৬ ॥

প্রেমান্ধবল্লরীবৃন্দলোচনেন্দীবরেন্দবে ।
কাশ্মীরতিলকাঢ্যায় নমঃ পীতাম্বরায় তে ॥ ৬৭ ॥

যিনি শৃঙ্গার রসের ভূষণস্বরূপ, কর্ণিকার কুসুম দ্বারা কর্ণভূষণ করিয়াছেন, যিনি শরীরের কান্তি দ্বারা নূতন মেঘের কান্তি ধারণ করিয়াছেন, অর্থাৎ তাহাকে দেখিলে নবীন মেঘ উদয় হইয়াছে বলিয়া ভ্রমজন্মে সেই শ্রীহরিকে আমি বন্দনা করি ॥ ৬৩ ॥

যাহার বংশী সাধ্বী ব্রজরমণীগণের ধ   রত্ন হরণ করে, যাহার চূড়া পদ্ম পুষ্পে সুশোভিত, এবং যিনি   ক-কংসভৃত্যের নিহন্তা সেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ৬৪ ॥

যিনি শ্রীরাধিকার অধররূপ বন্ধুক পুষ্পের মকরন্দপানে ভ্রমরস্বরূপ এবং দানবরূপ মাতঙ্গগণের সিংহস্বরূপ সেই গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ৬৫ ॥

যিনি ময়ূরপুচ্ছরূপ ইন্দ্রধনু দ্বারা রমনীয়, যিনি জগতের জীবনদাতা এবং শ্রীরাধিকারূপ-বিদ্যুৎ মালায় যাহার অঙ্গ শোভিত, সেই শ্রীকৃষ্ণরূপ নবীন মেঘকে প্রণাম করি ॥ ৬৬ ॥

যিনি প্রেমান্ধ ব্রজরণিতাগণের নয়নরূপ ইন্দীবরের চন্দ্রস্বরূপ এবং যিনি কুঙ্কুমরচিত তিলকে শোভিত সেই পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ৬৭ ॥

গীর্ব্বাণেশমদোদ্দামদাবনির্ব্বাণনীরদম্ ।
কন্দুকীকৃতশৈলেন্দ্রং বন্দে গোকুলবান্ধবম্ ॥ ৬৮ ॥

বিজ্ঞাপনম্—

দৈন্যার্ণবে নিমগ্নোঽস্মি মন্তুগ্রাবভরার্দ্দিতঃ ।
দুষ্টে কারুণ্যপারীণ ময়ি কৃষ্ণ কৃপাং কুরু ॥ ৬৯ ॥

আধারোপ্যপরাধানামবিবেকহতোপ্যহম্ ।
ত্বৎকারুণ্যপ্রতীক্ষোঽস্মি প্রসীদ ময়ি মাধব ॥ ৭০ ॥

প্রণিপত্য ভবন্তমর্থয়ে পশুপালেন্দ্রকুমার ! কাকুভিঃ ।
ব্রজযৌবতমৌলিমালিকাকরুণাপাত্রমিমং জনং কুরু ॥৭১॥

শ্রীরাধায়াঃ প্রণামঃ—

রাসোৎসববিলাসিন্যৈ নমস্তে পরমেশ্বরি ।
কৃষ্ণপ্রাণাধিকে রাধে পরমানন্দবিগ্রহে ! ॥ ৭২ ॥

যিনি দেবরাজ ইন্দ্রের গর্ব্বরূপ দাবানল নির্ব্বাণে মেঘস্বরূপ যিনি পর্ব্বত-রাজ গোবর্দ্ধনকে ক্রীড়াকন্দুকের (ডেলা) ন্যায় করিয়াছিলেন সেই গোকুল-বন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ৬৮ ॥

হে কৃষ্ণ ! হে করুণাসিন্ধো ! আমি অপরাধরূপ-পাষাণভারগ্রস্থ হইয়া দুঃখ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছি অতএব কৃপাপূর্ব্বক এই মন্দব্যক্তিকে উদ্ধার করুন ॥ ৬৯ ॥

হে মাধব ! আমি শত শত অপরাধের আধার ও অজ্ঞানপ্রভাবে হতচিত্ত হইয়া এক্ষণে আপনার কৃপা প্রতীক্ষা করিতেছি অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৭০ ॥

হে পশুপালেন্দ্রকুমার ! আমি আপনাকে প্রণাম করিয়া, কাকুতি সহকার প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি আমাকে ব্রজ যুবতি সমূহের মৌলিমালিকার অর্থাৎ শিরমালার (শ্রীরাধার) কৃপাপাত্র করুন ॥ ৭১ ॥

হে রাসোৎসব-বিলাসিনি ! হে পরমেশ্বরি ! হে পরমানন্দবিগ্রহে ! কৃষ্ণের প্রাণাধিকে হে রাধে ! আমি আপনাকে প্রণাম করি ॥ ৭২ ।

প্রণমামি মহানৃত্যময়াং ত্বামতিসুন্দরীং।
রত্নালঙ্কৃতশোভায়াং কুসুমার্চ্চিতবিগ্রহাং ॥ ৭৩ ॥

তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গীং রাধাবৃন্দাবনেশ্বরীং।
বৃষভানুসুতাং দেবীং ত্বাং নমামি হরিপ্রিয়াম্ ॥ ৭৪ ॥

রাধিকায়ৈ নমস্তুভ্যং শ্রীকৃষ্ণপ্রাণবল্লভে !।
দেহি মে ভক্তিবাহুল্যং যেন কৃষ্ণমবাপ্নুয়াম্ ॥ ৭৫ ॥

গোবিন্দানন্দিনীনিত্যা গোবিন্দপ্রীতিবল্লভা।
গোবিন্দপ্রেয়সী দেবী রাধিকে ত্বাং নমাম্যহং ॥ ৭৬ ॥

হা দেবি কাকুভর গদ্গদয়াদ্য বাচা
যাচে নিপত্য ভুবি দণ্ডবদুদ্ভটার্ত্তিঃ।
অস্য প্রসাদমবুধস্য জনস্য কৃত্বা
গান্ধর্ব্বিকে নিজগণে গণনাং বিধেহি ॥ ৭৭ ॥

মহানৃত্যময়ী অতি সুন্দরি হে রাধিকে! আপনাকে প্রণাম করিতেছি, আপনি রত্নালঙ্কারে শোভিত হইয়াও পুষ্পসমূহ দ্বারা অর্চ্চিত হইয়াছেন। ৭৩।

হে রাধে! আপনি তপ্ত সোনার ন্যায় গৌরাঙ্গী বৃন্দাবনের ঈশ্বরী এবং বৃষভানুর কন্যা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা আপনাকে প্রণাম করিতেছি। ৭৪।

হে কৃষ্ণপ্রাণবল্লভে রাধে! তোমাকে নমস্কার করিতেছি, আমাকে ভক্তি বাহুল্য প্রদান কর, যে ভক্তিসমূহ দ্বারা আমি শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইতে পারি। ৭৫।

হে রাধিকে! আপনি গোবিন্দের আনন্দদায়িনী নিত্য গোবিন্দের প্রীতি-বল্লভা, গোবিন্দের প্রেয়সী হে দেবী! আপনাকে প্রণাম করিতেছি। ৭৬।

হে দেবি! হে গান্ধার্ব্বিকে! আমি ভূমিতে দণ্ডের ন্যায় পতিত হইয়া কাকুভরে, গদ্গদবাক্যে যাচ্ঞা করিতেছি যে, আপনি এই অজ্ঞজনের প্রতি কৃপা করিয়া নিজ জনের মধ্যে গণনা করুন। ৭৭।

বিজ্ঞাপনম্‌—

ভবতীমভিবাদ্য চাটুভির্বরমূর্জেশ্বরি বর্য্যমর্থয়ে।
ভবদীয়তয়া কৃপাং যথা ময়ি কুর্য্যাদধিকাং বকান্তকঃ ॥৭৮॥ *

অনন্যনাথাং কৃপণাং দাসীঞ্চেন্মামুপেক্ষসে।
কৃপাময়ীতি সংজ্ঞাসাং কথং সার্থং করিষ্যতি ॥ ৭৯ ॥

শ্রীললিতায়া প্রণামঃ—

রাধামুকুন্দপদসম্ভবঘর্ম্মবিন্দু-
নির্ম্মঞ্ছনোপকরণীকৃতদেহলক্ষাম্‌।
উত্তুঙ্গসৌহৃদবিশেষবশাৎ প্রগল্‌ভাং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ৮০ ॥

তপ্তকাঞ্চন গৌরাঙ্গীং শিখিপিচ্ছ সমাম্বরাং।
সালঙ্কৃতাং সদাবন্দে ললিতাং সখী বন্দিতাম্‌ ॥ ৮১ ॥

হে প্রাণেশ্বরী আমি আপনাকে অভিবাদন করিয়া চাটুবাক্যে এই শ্রেষ্ঠ বর প্রার্থনা করিতেছি যে, যেন বকান্তক (শ্রীকৃষ্ণ) আমাকে আপনার অনুগত জানিয়া অধিকতর কৃপা করেন। ৭৮ ॥

আমি আপনার অনন্যনাথা, কৃপণাদাসী—এতাদৃশী দাসীর প্রতি যদি আপনে উপেক্ষা করেন, তবে আপনি নিজের কৃপাময়ী এই নামটিকে কিরূপে সার্থক করিবেন ? ॥ ৭৯ ॥

শ্রীরাধাগোবিন্দের পাদজাত ঘর্ম্মবিন্দু সমূহের মার্জনার্থ যিনি লক্ষদেহ ধারণ করিয়া থাকেন, যিনি প্রভূত সৌহৃদ বিশেষে প্রগল্‌ভা হইয়া থাকেন সেই গুণসমূহ দ্বারা সুললিতা ললিতা দেবীকে প্রণাম করিতেছি। ৮০ ।

তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় গৌরাঙ্গী শিখিপিচ্ছ সদৃশ বসনধারিণী সর্ব্বালঙ্কারে

* যাহারা আরও বিস্তৃত ভাবে শ্রীরাধিকার স্তবাদি পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা এই গ্রন্থের পশ্চাদ্ভাগে শ্রীমদ্রূপগোস্বামিবিরচিত চাটুপুষ্পাঞ্জলি স্তব প্রদত্ত হইল, তাহাই এই স্থলে পাঠ করিবেন।

গিরিকুঞ্জকুটীরনাগরৌ
ললিতে ! দেবি ! সদা তবাশ্রয়ৌ ।
ইতি তে কিল নাস্তি দুষ্করং
কৃপয়াঙ্গীকুরু মামতঃ স্বয়ম্ ॥ ৮২ ॥

শ্রীবিশাখায়াঃ প্রণামঃ—

তারাবলীদুকূলাঢ্যাং বিদ্যুন্নিভতনুদ্যুতিং ।
রত্নালঙ্কারশোভাঢ্যাং শ্রীবিশাখামহং ভজে ॥ ৮৩ ॥
ভাবনামগুণাদীনামৈক্যাৎ শ্রীরাধিকৈবযা ।
কৃষ্ণেন্দোঃ প্রেয়সী সা মে শ্রীবিশাখা প্রসীদতু ॥ ৮৪ ॥

ভাজনং বরমিহাসি বিশাখে !
গৌরনীলবপুষোঃ প্রণয়ানাম্ ।
ত্বং নিজপ্রণয়িনোর্ম্ময়ি তেন,
প্রাপয়স্ব করুণার্দ্র কটাক্ষম্ ॥ ৮৫ ॥

অলঙ্কৃতা এবং সখীমণ্ডলী কর্ত্তৃক অভিবন্দিতা শ্রীললিতাকে আমি সদা বন্দনা করি ॥ ৮১ ॥

হে ললিতে দেবী ! গিরিকুঞ্জ কুটীর বিলাসিন্ নাগরিকা সর্ব্বদাই আপনার বাধ্য হইয়া থাকেন, এইজন্য কোন কার্য্য আপনার দুষ্কর নহে, অতএব আপনি স্বয়ং কৃপা করিয়া আমাকে অঙ্গীকার করুন ॥ ৮২ ॥

তারাবলী বসনধারিণী বিদ্যুৎসদৃশ গৌরাঙ্গী রত্নালঙ্কারে ভূষিতা শ্রীবিশাখাকে আমি ভজনা করি ॥ ৮৩ ॥

যিনি ভাব, নাম, গুণাদির ঐক্য হেতু শ্রীরাধার সমান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয়সী সেই শ্রীবিশাখা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৮৪ ॥

হে শ্রীবিশাখে ! গৌরাঙ্গী—শ্রীরাধা কৃষ্ণাঙ্গ—শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ প্রণয় পাত্র হইয়া থাকেন, অতএব আপনি নিজ প্রণয়ি যুগলের অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণের

গিরিকুঞ্জকুটীরনাগরৌ
ললিতে ! দেবি ! সদা তবাশ্রয়ৌ ।
ইতি তে কিল নাস্তি দুষ্করং
কৃপয়াঙ্গীকুরু মামতঃ স্বয়ম্ ॥ ৮২ ॥

শ্রীবিশাখায়াঃ প্রণামঃ—

তারাবলীদুকূলাঢ্যাং বিদ্যুন্নিভতনুদ্যুতিং ।
রত্নালঙ্কারশোভাঢ্যাং শ্রীবিশাখামহং ভজে ॥ ৮৩ ॥

ভাবনামগুণাদীনামৈক্যাৎ শ্রীরাধিকৈবযা ।
কৃষ্ণেন্দোঃ প্রেয়সী সা মে শ্রীবিশাখা প্রসীদতু ॥ ৮৪ ॥

ভাজনং বরমিহাসি বিশাখে !
গৌরনীলবপুষোঃ প্রণয়ানাম্ ।
ত্বং নিজপ্রণয়িনোর্ম্ময়ি তেন,
প্রাপয়স্ব করুণার্দ্রকটাক্ষম্ ॥ ৮৫ ॥

অলঙ্কৃতা এবং সখীমণ্ডলী কর্ত্তৃক অভিবন্দিতা শ্রীললিতাকে আমি সদা বন্দনা করি ॥ ৮১ ॥

হে ললিতে দেবী ! গিরিকুঞ্জ কুটীর বিলাসিন্ নাগরিকা সর্ব্বদাই আপনার বাধ্য হইয়া থাকেন, এইজন্য কোন কার্য্য আপনার দুষ্কর নহে, অতএব আপনি স্বয়ং কৃপা করিয়া আমাকে অঙ্গীকার করুন ॥ ৮২ ॥

তারাবলী বসনধারিণী বিদ্যুৎসদৃশ গৌরাঙ্গী রত্নালঙ্কারে ভূষিতা শ্রীবিশাখাকে আমি ভজনা করি ॥ ৮৩ ॥

যিনি ভাব, নাম, গুণাদির ঐক্য হেতু শ্রীরাধার সমান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয়সী সেই শ্রীবিশাখা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৮৪ ॥

হে শ্রীবিশাখে ! গৌরাঙ্গী—শ্রীরাধা কৃষ্ণাঙ্গ—শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ প্রণয় পাত্র হইয়া থাকেন, অতএব আপনি নিজ প্রণয়ি যুগলের অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণের

শ্রীললিতাদীনাং প্রণামঃ—

কারুণ্যকল্পলতিকে ললিতে! নমস্তে,
রাধাসমানগুণচাতুরিকে বিশাখে!
ত্বাং নৌমি চম্পকলতেঽচ্যুতচিত্তচৌরে!
বন্দে বিচিত্রচরিতে সখিচিত্রলেখে! ॥ ৮৬ ॥
শ্রীরঙ্গদেবিদয়িতে প্রণয়াঙ্গরঙ্গে,
তুভ্যং নমোঽস্তু সুখদে দয়িতে সুদেবি!।
বিদ্যাবিনোদসদনেঽপি চ তুঙ্গবিদ্যে!
পূর্ণেন্দুখণ্ডনখরে সুমুখীন্দুলেখে! ॥ ৮৭ ॥
রাধানুজে মম নমোঽস্তু অনঙ্গদেবি!
তুভ্যং সদা মধুমতি! প্রিয়তামরন্দে।
সৌহার্দ্দসখ্যবিমলে! বিমলে নমস্তে,
শ্রীশ্যামলে পরমসৌহৃদপাত্রিরাধে ॥ ৮৮ ॥

হে কারুণ্যরূপিণী-কল্পলতাস্বরূপে-ললিতে! তোমাকে নমস্কার; হে রাধা-তুল্য গুণ ও চাতুর্য্যশালিনি বিশাখে! তোমাকে নমস্কার, হে অচ্যুতচিত্তচৌরে-চম্পকলতে! তোমাকে নমস্কার; হে বিচিত্র-চরিত্রে-সখি-চিত্রলেখে! তোমাকে বন্দনা করিতেছি। ৮৬॥

হে প্রণয়াঙ্গ-রঙ্গস্বরূপে-প্রিয়ে-রঙ্গদেবি! তোমাকে নমস্কার, হে সুখপ্রদে-প্রিয়ে-সুদেবি! তোমাকে নমস্কার, হে বিদ্যাবিনোদের আলয় স্বরূপে তুঙ্গবিদ্যে! তোমাকে নমস্কার, হে পূর্ণেন্দুখণ্ড-নখরে সুমুখি ইন্দুলেখে! তোমাকে নমস্কার করিতেছি॥ ৮৭॥

হে রাধার অনুজে অনঙ্গদেবি! তোমাকে আমার নমস্কার থাকুক, হে মধুমতি! তুমি প্রিয়তমের পক্ষে মকরন্দস্বরূপা হইয়াছ তোমাকে সর্ব্বদা নমস্কার, হে বিমলে! তুমি সৌহার্দ্দ ও সখ্যবিষয়ে বিমলা অর্থাৎ নিষ্কপট হইয়াছ তোমাকে নমস্কার, হে শ্যামলে! তুমি শ্রীরাধার প্রণয় পাত্র হইয়াছ

শ্রীরূপমঞ্জর্য্যাদীনাং প্রণামঃ—

তাম্বূলার্পণ পাদমর্দ্দন পয়োদানাভিসারাদিভিঃ
বৃন্দারণ্যমহেশ্বরীং প্রিয়তয়া যা স্তোষয়ন্তি প্রিয়াঃ।
প্রাণপ্রেষ্ঠসখীকুলাদপিকিলাসঙ্কোচিতা ভূমিকা
কেলীভূমিষু রূপমঞ্জরিমুখাস্তা দাসিকাঃ সংশ্রয়ে ॥৯২॥

বিজ্ঞাপনম্—

শ্রীরাধাপ্রাণতুল্যামধুররসকথাচাতুরীচিত্রদক্ষাঃ
সেবাসন্তর্পিতেশাঃ স্বস্বরতবিমুখারাধিকানন্দচেষ্টাঃ।
সর্ব্বাঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধা নিজগণকরুণপূর্ণমাধ্বীকসারা
নর্ম্মাল্যো রাধিকায়া ময়ি কুরুত কৃপাং প্রেমসেবোত্তরা যা ॥৯৩

সমস্তগোপীনাং প্রণামঃ—

বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভিক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥ ॥ ৯৪ ॥

যে সকল প্রিয়া তাম্বূলদান, পাদমর্দ্দন, জলদান ও অভিসারাদি কার্য্য দ্বারা বৃন্দাবন-মহেশ্বরীকে আহ্লাদিত করিয়া থাকেন, যাহারা প্রাণ হইতেও প্রিয়তম, সখীবর্গ হইতেও অসঙ্কোচপাত্রী, আমি সেই কেলীভূমিস্থিত রূপ-মঞ্জরী প্রভৃতি দাসী সকলকে আশ্রয় করি। ৯২।

হে শ্রীরাধার প্রাণতুল্য সখীগণ! তোমরা মধুর রসকথার চাতুরীবিষয়ে বিচিত্র নিপুন হইয়াছ! তোমাদিগের প্রেম সেবাদ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরম প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন। তোমরা স্বস্ব সুরত ক্রীড়ায় বিমুখা, শ্রীরাধার আনন্দবিষয়ে তোমাদের চেষ্টা। তোমরা সকলে সর্ব্বার্থ সিদ্ধা এবং অনুগত জনের প্রতি সুমধুর করুণাপূর্ণা হইয়াছ, হে রাধিকার নর্ম্ম সখীগণ! তোমরা আমাতে প্রেমসেবাসম্বন্ধিনী কৃপাবিধান কর॥ ৯৩।

আমি শ্রীব্রজরাজের ব্রজস্থিত ব্রজসুন্দরীদিগের পাদরেণু পুনঃ পুনঃ বন্দনা

শ্রীব্রজেশ্বরী প্রণামঃ—

ডোরীজূটিতবক্রকেশপটলা সিন্দূরবিন্দূল্লসৎ-
সীমন্তদ্যুতিরঙ্গভূষণবিধিং নাতিপ্রভূতং শ্রিতা।
গোবিন্দাস্যনিসৃষ্টয়াশ্রুনয়নদ্বন্দ্বা নবেন্দীবর-
শ্যামশ্যামরুচির্বিচিত্রসিচয়া গোষ্ঠেশ্বরী বন্দ্যতে ॥৯৫॥

পুত্রস্নেহভরৈঃ সদাস্নুতকুচদ্বন্দ্বাতদীয়োচ্ছলদ্-
ঘর্ম্মস্যাপিনবস্যরক্ষণবিধৌস্বপ্রাণদেহার্ব্বুদৈঃ।
আসক্তা ক্ষণমাত্রমপ্যফলনাৎ সদ্যঃ প্রসূতেব গৌ-
র্ব্যগ্রা যা বিলপত্যলং বহু ভয়াৎ সা পাতু গোষ্ঠেশ্বরী ॥৯৬॥

করি। আহা! যাঁহাদিগের সঙ্কীর্ত্তিতা শ্রীকৃষ্ণ কথা ত্রিভুবনকে পবিত্র করিয়া থাকে ॥ ৯৪ ॥

যাঁহার বক্র কেশকলাপ ডোরীদ্বারা আবদ্ধ ও সীমন্তের দ্যুতি সিন্দুর বিন্দু দ্বারা শোভামান হইয়াছে, যিনি অনেক আভরণে বিভূষিতা নহেন অর্থাৎ যিনি যথোচিত অঙ্গভূষণ ধারণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের বদনের প্রতি ন্যস্ত দৃষ্টি বশতঃ যাঁহার নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হইয়াছে এবং যিনি বিচিত্র বসন পরিধান করায় অভিনব ইন্দীবরেররূপ হইতেও শ্যাম-কান্তিমতী হইয়াছেন, সেই গোষ্ঠেশ্বরী (ব্রজেশ্বরী) শ্রীযশোমতীকে আমি বন্দনা করি ॥ ৯৫ ॥

পুত্র স্নেহভরে যাঁহার কুচযুগল সর্ব্বদা ক্ষরিত হইতেছে এবং সেই পুত্রের উচ্ছলিত অভিনব ঘর্ম্মবিন্দুর নিরাকরণরূপ রক্ষণবিষয়ে যিনি অর্ব্বুদ সংখ্যক স্বীয় প্রাণ ও দেহ দ্বারা আসক্তা হইয়াছেন। আর সদ্যপ্রসূতা গাভী যেমন বৎসের অদর্শনে অত্যন্তা ব্যগ্রা হইয়া বিলাপ করিয়া থাকে, তদ্রূপ যিনি ক্ষণকালমাত্র পুত্রের অদর্শনে বহুবিধ ভয়াশঙ্কায় ব্যাকুলা হইয়া অতিশয় বিলাপ করিয়া থাকেন, সেই গোষ্ঠেশ্বরী শ্রীযশোদা আমাকে রক্ষা করুন। ৯৬।

পুত্ৰাদুচ্চৈরপি হলধরাৎ সিঞ্চতি স্নেহপূরৈঃ
গোবিন্দং যাদ্ভুতরসবতিপ্রক্রিয়া সুপ্রবীণা।
সখ্যস্ত্রীভির্ব্রজপুরমহারাজরাজ্ঞী নয়ৈস্তদ্-
গোপেন্দ্রং যা সুখয়তি ভজে রোহিণীমীশ্বরীং তাম্ ॥৯৭॥

শ্রীব্রজরাজ প্রণামঃ—

তিলতণ্ডুলিতৈঃ কচৈঃ স্ফুরন্তং
নববাণ্ডীরপলাশচারুচেলম্।
অতিতুন্দিলমিন্দুকান্তিভাজং
ব্রজরাজং বরকূর্চ্চমানতোঽস্মি ॥ ৯৮ ॥

শ্রীবলদেব প্রণামঃ—

গণ্ডান্তঃস্ফুরদেককুণ্ডলমণিচ্ছন্নাবতংসোৎপলং
কস্তূরীতিলকালিকং পৃথুহৃদি ভ্রাজিষ্ণুগুঞ্জাস্রজম্।
তং বীরং শরদম্বুদদ্যুতিধরং সম্বীতনীলাম্বরং
গম্ভীরস্বনিতং প্রলম্বভুজমালম্বে প্রলম্বদ্বিষম্ ॥ ৯৯ ॥

যিনি স্বীয়পুত্র হলধর হইতেও গোবিন্দের প্রতি স্নেহরাশি বর্ষণ করিয়া থাকেন, যিনি পাকক্রিয়ায় প্রধানা, যিনি সৌখ্য সম্মোবারা ব্রজেশ্বরীকে ও ন্যায় ব্যবহারে গোপরাজকে সুখী করিয়া থাকেন সেই ঈশ্বরী রোহিণীদেবীকে আমি বন্দনা করি। ৯৭।

তিলতণ্ডুল রাশির ন্যায় অর্থাৎ অর্দ্ধপক্ক কেশসমূহ দ্বারা যিনি স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন, নূতন ভাণ্ডির পলাসের ন্যায় যিনি উৎকৃষ্ট চেলি (পট্টবস্ত্র) পরিধান করিয়া থাকেন, যিনি স্থূলোদর ও চন্দ্রের ন্যায় কান্তি ধারণ করিয়া থাকেন, সেই উৎকৃষ্ট শ্মশ্রুধারী শ্রীব্রজরাজকে আমি প্রণাম করি। ৯৮।

যাহার গণ্ডদেশে কুণ্ডলমণি স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যিনি কর্ণে উৎপলের অলঙ্কার ও কস্তূরী তিলক ধারণ করিয়া থাকেন, যাহার প্রশস্ত বক্ষঃস্থলে গুঞ্জামালা আন্দোলিত হইয়া থাকে, যিনি শরৎকালীন মেঘের

শ্রীসুবলস্য প্রণামঃ—

সুবলবল্লববর্য্যকুমারয়ো
দয়িতনর্ম্মসখাস্ত্বমসি ব্রজে।
ইতি তয়োঃ পুরতো বিধুরং জনং
ক্ষণমমুং কৃপয়াদ্য নিবেদয় ॥ ১০০ ॥

সর্ব্ববয়স্য প্রণামঃ—

বলানুজসদৃগ্‌বয়োগুণবিলাসবেশশ্রিয়ঃ
প্রিয়ঙ্করণবল্লরীমুরলিশৃঙ্গবাদ্যাঙ্কিতাঃ।
মহেন্দ্রমণিহাটকস্ফটিকপদ্মরাগত্বিষেঃ
সদা প্রণয়শালিনঃ সহচরা হরেঃ পান্তুনঃ ॥ ১০১ ॥
শ্রীদামানং সুদামানং বসুদামনমর্জুনম্।
সুবলং কিংঙ্কীণীজালং স্তোককৃষ্ণং বরূথপম্।
বিশালং বিশলং দেবপ্রস্থ মোজিস্বিনং নুমঃ ॥১০২॥

রূপ ধারণ করিয়াছেন, নীলবস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন, সেই প্রলম্ববাহু প্রলম্বাসুরঘাতী বীর বলদেবকে আশ্রয় করি ॥ ৯৯ ॥

হে সুবল! আপনি ব্রজমধ্যে বল্লবেন্দ্রকুমার যুগলের (কৃষ্ণ, বলরামের) প্রিয় নর্ম্মসখা হইয়াছেন, অতএব আপনি কৃপা করিয়া অদ্য এই কাতর জনকে তাঁহাদের সমক্ষে বিজ্ঞাপিত করুন ॥ ১০০ ॥

যাঁহারা বলানুজ (কৃষ্ণ) সদৃশ বয়ঃক্রম, গুণ, বিলাস, বেশ ও শ্রীযুক্ত এবং প্রিয়ঙ্কর বল্লরী, মুরলী, শৃঙ্গ, বাদ্য প্রভৃতি চিহ্নযুক্ত সুশোভিত যাঁহাদের কান্তি ইন্দ্র, মণি, স্বর্ণ, ফটিক ও পদ্মরাগের ন্যায়, সেই সর্ব্বদা শ্রীহরির সহচরবর্গ আমাকে রক্ষা করুন ॥ ১০১ ॥

শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম, অর্জুন, সুবল, কিংকীণীজাল, স্তোক কৃষ্ণ, বরূথপ, বিশাল, বিশল, দেবপ্রস্থ, ওজস্বী ইহাদিগকে প্রণাম করি ॥ ১০২ ॥

তৃণীকৃত্যস্ফারং সুখজলধিসারং স্ফুটমপি
স্বকীয়ং প্রেম্ণাং যে ভরনিকরনম্রামুররিপোঃ।
সুখাভাসং শশ্বৎপ্রথয়িতুমলং প্রৌঢ়কুতুকাৎ
কায়তন্তে তান্ ধন্যান্ পরমিহ ভজে মাধবগণান্॥১০৩॥

তস্যাঃ ক্ষণাদর্শনতো ম্রিয়ন্তে
সুখেন তস্যাঃ সুখিনো ভবন্তি।
স্নিগ্ধাঃ পরং যে কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ
প্রাণেশ্বরীপ্রেষ্ঠগণান্ ভজে তান্॥ ১০৪॥

হে প্রেমসম্পদতুলা ব্রজনব্যযূনোঃ
প্রাণাধিকাঃ প্রিয়সখ্যঃ প্রিয়নর্ম্মসখ্যঃ।
যুষ্মাকমেব চরণাব্জরজোভিষেকং
সাক্ষাদবাপ্য সফলোঽস্তু মমৈব মূর্দ্ধা॥ ১০৫॥

উজ্জ্বলং কোকিলং বৃন্দাবনং বৃন্দাবনস্থিতম্।
শ্রীরাধিকা শ্যামকুণ্ডং গিরিং গোবর্দ্ধনং তথা।

যাহারা নিজের বিস্তীর্ণ সুখ জলধির প্রতি উপেক্ষা করিয়া মুরারি প্রেমভরে নম্র হইয়া থাকেন, যাহারা কৌতুক বশতঃ সর্ব্বদাই কৃষ্ণ সমীপে আপনার সুখাভাস ব্যক্ত করিয়া থাকেন, সেই অপর মাধবগণ সমূহকে ভজনা করি॥ ১০৩॥

যাহারা ক্ষণকাল শ্রীরাধার অদর্শনে মৃতপ্রায় হইয়া থাকেন, এবং তাহার সুখে সুখী হইয়া থাকেন, যাহারা পরম স্নেহময়ী ও পুণ্যপুঞ্জের অনুষ্ঠানকারী সেই প্রাণেশ্বরীর শ্রেষ্ঠ জনসমূহকে ভজনা করি॥ ১০৪॥

অতুল প্রেমসম্পদে পরিপূর্ণ হে ব্রজনব যুব যুগলের প্রাণাধিক প্রিয় এবং প্রিয় নর্ম্ম সখীগণ আপনাদের শ্রীচরণের রজের সাক্ষাৎ

গোপাল গোপী গোধনানি যমুনাপুলিনানি চ
যাযা লীলাস্থলীস্তাশ্চ রাধাকৃষ্ণপ্রিয়ং সদা।
পশুবর্গান্ ভৃত্যবর্গান মৃগপক্ষীগণান্‌দ্রুমান্
ভূমৌ নিপত্য সততং প্রণমামি মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ১০৬ ॥

যৎ কিঞ্চিৎ তৃণগুল্মকীকটমুখং গোষ্ঠে সমস্তং হি তৎ
সর্ব্বানন্দময়ং মুকুন্দদয়িতং লীলানুকূলং পরং।
শাস্ত্রৈরেব মুহুর্ম্মুহুঃ স্ফুটমিদং নিষ্টঙ্কিতং যাচ্ঞা
ব্রহ্মাদেরপি সস্পৃহেন তদিদং সর্ব্বং ময়া বন্দ্যতে ॥১০৭॥

ততঃ সংক্ষেপতঃ প্রণামঃ—

বন্দেহং শ্রীগুরো শ্রীযুত পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবং।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন সহিতং কৃষ্ণচৈতন্য দেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণ ললিতা শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥১০৮॥

উজ্জ্বল (মধুর রস) কোকিল, বৃন্দাবন, বৃন্দাবনস্থিত শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীশ্যামকুণ্ড, গিরিগোবর্দ্ধন, গোপাল সকল, গোপী সকল, গোধন সকল, যমুনা, পুলিন সকল এবং যে সকল লীলাস্থলি, যে সকল রাধাকৃষ্ণের প্রিয় এবং সেই পশুবর্গ, ভৃত্যবর্গ, মৃগ, পক্ষী সমূহ বৃক্ষরাজি আমি ভূমি নিপতিত হইয়া এই সকলকে সর্ব্বদা বারম্বার প্রণাম করি ॥ ১০৬ ॥

শ্রীব্রজ, তৃণ, গুল্ম ও কীকট (অতি দরিদ্র) আদি যে কোন প্রকারেই জন্ম হউক সর্ব্বানন্দময় শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় এবং লীলার অনুকুল, ইহা সকল শাস্ত্রে স্পষ্টাক্ষরে বারম্বার কীর্ত্তন করিতেছেন। ব্রহ্মাও সস্পৃহ ভাবে যে ব্রজধামে তৃণ জন্ম প্রার্থনা করিয়াছেন, সেই শ্রীব্রজের সকল বস্তুকেই আমি বন্দনা করি ॥ ১০৭ ॥

আমি শ্রীগুরুদেবের শ্রীযুক্ত পদকমল, পরমগুরু, পরাপরগুরু প্রভৃতি

বৈষ্ণবান্ প্রণমেৎ—

চৈতন্যচন্দ্রচরিতামৃতশুদ্ধসিন্ধু-
বৃন্দাবনীয়সুরসোর্ম্মিসমূর্ম্মিমগ্নাঃ।
যে বৈ জগন্ত্যিজগুণৈঃ স্বয়মাপুনন্তি
তান্ বৈষ্ণবাংশ্চ হরিনামপরান্ নমামি ॥ ১০৯ ॥

নমস্তামোঽস্য প্রিয়পরিজনান্ বৎসলহৃদঃ
প্রভোরদ্বৈতাদীনপি জগদঘৌঘক্ষয়কৃতঃ।
সমানপ্রেমাণঃ সমগুণগণাস্তুল্যকরুণাঃ
স্বরূপাদ্যা যেঽমী সরসমধুরাস্তানপি নুমঃ ॥ ১১০ ॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥১১১॥

রূপগোস্বামীকে বন্দনা করি, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত ও পরিজন সমন্বিত চৈতন্য দেবকে বন্দনা করি এবং ললিতা, বিশাখাদি সহিত রাধাকৃষ্ণ পদ বন্দনা করি ॥ ১০৮ ॥

যাহারা চৈতন্য চরিতামৃত-রূপশুদ্ধ সমুদ্রের বৃন্দাবন সম্বন্ধির সুরস উর্ম্মি মালায় নিমগ্ন হইয়াছেন, যাহারা স্বয়ং নিজগুণ সমূহ দ্বারা সমস্ত জগৎ পবিত্র করিয়া থাকেন, সেই হরিনাম পরায়ণ বৈষ্ণব সকলকে আমি প্রণাম করি ॥১০৯॥

এই প্রভুর বৎসল হৃদয় প্রিয় পরিজন সকলকে প্রণাম করিতেছি, জগতের পাপসমূহক্ষয়কারি শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু প্রভৃতিকে প্রণাম করিতেছি, যাহারা সমান প্রেমযুক্ত যাহারা সমানগুণগণ মণ্ডিত তুল্য করুণহৃদয় হইয়া থাকেন সেই সকল মধুর স্বরূপাদিকেও স্তব করিতেছি ॥ ১১০ ॥

যাহারা বাঞ্ছাকল্পতরু, পতিত সকলের পবিত্রকারী সেই বৈষ্ণব সকলকে বারম্বার প্রণাম করিতেছি ॥ ১১১ ॥

ইতি প্রণাম বিজ্ঞপ্তি সমন্বিত প্রার্থনাপদ্ধতি সমাপ্তা।

চাটুপুষ্পাঞ্জলি।

শ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ।

নবগোরোচনাগৌরীং প্রবরেন্দীবরাম্বরাং।
মণিস্তবকবিদ্যোতিবেণীব্যালাঙ্গনাফণাম্ ॥ ১ ॥

উপমানঘটামানপ্রহারিমুখমণ্ডলাং।
নবেন্দুনিন্দিভালোদ্যৎকস্তূরীতিলকশ্রিয়ম্ ॥ ২ ॥

ভ্রূজিতানঙ্গকোদণ্ডাং লোলনীলালকাবলিং।
কজ্জলোজ্জ্বলতারাজচ্চকোরীচারুলোচনাম্ ॥ ৩ ॥

তিলপুষ্পাভনাসাগ্রবিরাজদ্বরমৌক্তিকাং।
অধরোদ্ধূতবন্ধূকাং কুন্দালীবন্ধুরদ্বিজাম্ ॥ ৪ ॥

হে শ্রীমতি রাধিকে! তোমাকে বন্দনা করি, তুমি নূতন গোরোচনার ন্যায় গৌরাঙ্গী, সুন্দর নীলপদ্মের ন্যায় তোমার বস্ত্র, তোমার লম্বমান বেণীর উপরিস্থিত মনিরত্ন খচিত কবরীবন্ধ যেন ফণা বিশিষ্ট ভুজঙ্গিনী বলিয়া জ্ঞান হয়। যদিও এই শ্লোকটিতে বন্দনা শব্দ নাই কিন্তু এই শ্লোক হইতে দ্বাদশটি শ্লোক পর্যান্ত অন্বয় করা হইয়াছে আর এই দ্বাদশটি শ্লোকই শ্রীমতী রাধিকার রূপবাচক অর্থাৎ রূপের বর্ণনা ॥ ১ ॥

তোমার মুখমণ্ডল চন্দ্র, পদ্ম প্রভৃতি যাবতীয় উপমান পদার্থের গর্ব্বনাশ করে, ললাটেরকস্তূরীনির্ম্মিতসুন্দরতিলকে নবোদিত চন্দ্রকে নিন্দা করে ॥ ২ ॥

তোমার ভ্রূযুগলে মদনের শরাসন তিরস্কৃত হইয়াছে। তুমি চঞ্চল নীল-বর্ণ কুটিলকুণ্ডলে সুশোভিত, কজ্জলে শোভিত নয়ন যুগলচকোরী মিথুন বলিয়া বোধ হয় ॥ ৩ ॥

তিল পুষ্পের ন্যায় আভাযুক্ত নাসিকার অগ্রে দুইটি মুক্তা বিরাজিত; বন্ধুক পুষ্পের ন্যায় তোমার অধর ও কুন্দশ্রেণীর ন্যায় দন্তরাজি সুশোভিত ॥৪॥

সরত্ন স্বর্ণরাজীব কর্ণিকাকৃতকর্ণিকাং।
কস্তূরীবিন্দুচিবুকাং রত্নগ্রৈবেয়কোজ্জ্বলাম্ ॥ ৫ ॥
দিব্যাঙ্গদপরিষ্বঙ্গ লসদ্ভুজমৃণালিকাং।
বলারিরত্নবলয়কলালম্বিকলাবিকাম্ ॥ ৬ ॥
রত্নাঙ্গুরীয়কোল্লাসিবরাঙ্গুলিকরাম্বুজাং।
মনোহর মহাহার বিহারিকুচকুট্মলাম্ ॥ ৭ ॥
রোমালিভুজগীমূর্দ্ধরত্নাভতরলাঞ্চিতাং।
বলিত্রয়ীলতাবদ্ধক্ষীণভঙ্গুরমধ্যমাম্ ॥ ৮ ॥
মণিসারসনাধার বিস্ফারশ্রোণিরোধসং।
হেমরম্ভামদারম্ভস্তম্ভনোরুযুগাকৃতিম্ ॥ ৯ ॥
জানুদ্যুতিজিতফুল্লপীতরত্ন সমুদ্গকাং।
শরন্নীরজ নীরাজ্যমঞ্জীরবিরণৎপদাম্ ॥ ১০ ॥

তোমার কর্ণ ভূষণ রত্ন জড়িত স্বর্ণ পদ্মের কর্ণিকার ন্যায়, চিবুক কস্তূরী বিন্দুতে সুশোভিত এবং তোমার কণ্ঠ রত্নময় হারে দীপ্যমান হইয়াছে। ৫ ॥

পদ্মমৃণাল স্বরূপ তোমার বাহুযুগল সুন্দর অঙ্গদ অলঙ্কারে ভূষিত এবং মণিবন্ধ মধুর ধ্বনিবিশিষ্ট ইন্দ্রনীলমণিময় বলয় ভূষণে অলঙ্কৃত ॥ ৬ ॥

করপদ্মস্থ অঙ্গুলি সকল রত্নময় অঙ্গুরীয় দ্বারা সুশোভিত। স্তনদ্বয় সুন্দর মহাহারে ভূষিত ॥ ৭ ॥

তোমার বক্ষঃস্থল বিরাজিত হারমধ্যস্থ মণিকে রোমাবলীরূপ-সর্পিণীর মস্তকস্থিত রত্ন বলিয়া জ্ঞান হইতেছে; তোমার অতিশয় ক্ষীণ ও সুন্দর ভঙ্গুর মধ্যস্থান ত্রিবলীরূপ লতা দ্বারা যেন বেষ্টিত হইয়াছে ॥ ৮ ॥

তোমার কটিদেশ মণিময় কিঙ্কিণী দ্বারা অলঙ্কৃত; ঊরুদ্বয় স্বর্ণ কদলীর মদগর্ব্ব খর্ব্ব করিতেছে। ৯ ॥

তোমার মনোহর জানুদ্বয়ের শোভায় পীতবর্ণ রত্নময় সম্পুটের (কৌটা) শোভা নিন্দা করিতেছে। সুন্দর শব্দযুক্ত নূপুরযুক্ত পদদ্বয় শরৎকালীন প্রফুল্ল পদ্ম দ্বারা শোভিত হইয়াছে। ১০ ॥

রাকেন্দুকোটি সৌন্দর্য্য জৈত্রপাদনখদ্যুতিং।
অষ্টাভিঃ সাত্ত্বিকৈর্ভাবৈরাকুলীকৃতবিগ্রহাম্ ॥ ১১ ॥

মুকুন্দাঙ্গ কৃতাপাঙ্গামনঙ্গোর্ম্মিতরঙ্গিতাং।
ত্বামারব্ধপ্রিয়ানন্দাং বন্দে বৃন্দাবনেশ্বরি ! ॥ ১২ ॥

অয়ি প্রোদ্যন্মহাভাবমাধুরীবিহ্বলান্তরে।
অশেষনায়িকাবস্থা প্রাকট্যাদ্ভূতচেষ্টিতে ॥ ১৩ ॥

সর্ব্বমাধুর্য্যবিঞ্ছোলী নির্ম্মঞ্ছিতপদাম্বুজে।
ইন্দিরামৃগ্যসৌন্দর্য্যস্ফুরদঙ্ঘ্রি নখাঞ্চলে ॥ ১৪ ॥

গোকুলেন্দুমুখীবৃন্দসীমন্তোত্তংসমঞ্জরি।
ললিতাদিসখীযূথজীবাতুস্মিতকোরকে ॥ ১৫ ॥

তোমার পাদপদ্মস্থ নখদ্যুতি দ্বারা কোটি কোটি পূর্ণচন্দ্রের শোভা খর্ব্ব করিতেছে। তোমার দেহ স্তম্ভ স্বেদাদি অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবে আকুলীকৃত হইয়াছে ॥ ১১ ॥

কৃষ্ণাঙ্গে অপাঙ্গ সঞ্চালন করিয়া তোমার মদন তরঙ্গ উচ্ছলিত হয় এবং তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া অসীম আনন্দ উপভোগ কর, অতএব হে বৃন্দাবনেশ্বরি ! এবম্বিধ গুণশালিনী তুমি অতএব তোমাকে বন্দনা করি ॥ ১২ ॥

অয়ি শ্রীমতি ! সমুদিত মহাভাব মাধুরী দ্বারা তোমার অন্তঃকরণ বিবশ হইয়াছে, তোমাতে নানাপ্রকার নায়িকার লক্ষণ বর্ত্তমান থাকায় তোমার ভাব ভঙ্গি সকলের আশ্চর্য্য উৎপাদন করে ॥ ১৩ ॥

সমস্ত নায়িকাগত মাধুর্য্য নিগুণ তোমার পাদপদ্মের নির্ম্মঞ্ছন করিতেছে; লক্ষ্মীর প্রার্থনীয় সৌন্দর্য্য তোমার পাদপদ্মের নখপ্রান্তে বিরাজিত ॥ ১৪ ॥

তুমি গোকুলবাসিনী সমস্ত ব্রজরমণীর শিরোভূষণ কুসুম মঞ্জরী স্বরূপ, তোমার মন্দ মন্দ হাস্য করিতে ললিতাদি সখীগণের জীবনৌষধ স্বরূপ ॥ ১৫ ॥

চটুলাপাঙ্গ মাধুর্য্যবিন্দূন্মাদিতমাধবে।
তাতপাদযশঃ স্তোম কৈরবানন্দচন্দ্রিকে ॥ ১৬ ॥
অপারকরুণাপূর পুরিতান্তর্ম্মনোহ্রদে।
প্রসীদাস্মিন্ জনে দেবি নিজদাস্যস্পৃহা জুষি ॥ ১৭ ॥
কচ্চিৎ ত্বং চাটুপটুনা তেন গোষ্ঠেন্দ্রসূনুনা।
প্রার্থ্যমানচলাপাঙ্গ প্রসাদাৎ দ্রক্ষ্যসে ময়া ॥ ১৮ ॥
ত্বাং সাধু মাধবীপুষ্পৈর্মাধবেন কলাবিদা।
প্রসাধ্যমানাংস্বিদ্যন্তীং বীজয়িষ্যাম্যহং কদা ॥ ১৯ ॥
কেলিবিস্রংসিনোবক্রকেশবৃন্দস্য সুন্দরি।
সংস্কারায় কদা দেবি জনমেতং নিদেক্ষ্যসি ॥ ২০ ॥
কদা বিম্বোষ্ঠি তাম্বূলং ময়া তব মুখাম্বুজে।
অর্প্যমাণং ব্রজাধীশসূনুরাচ্ছিদ্য ভোক্ষ্যতে ॥ ২১ ॥

তুমি চঞ্চল অপাঙ্গরূপ মাধুর্য্য বিন্দুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে উন্মাদিত কর, নিজ পিতা বৃষভানুর কীর্ত্তিকলাপরূপ কুমুদের আনন্দদায়িনী কৌমুদিস্বরূপা। ১৬।

তোমার মনরূপহ্রদ অসীম করুণায় পরিপূর্ণ, হে দেবি! তোমার দাসত্ব অভিলাষী এই জনের প্রতি প্রসন্না হও॥ ১৭॥

হে দেবি! তোমার মানান্তে প্রিয়বাক্য-পটু ব্রজেন্দ্রনন্দন-শ্রীকৃষ্ণ তোমার সহিত মিলন প্রার্থনা করিলে তুমি চঞ্চল কটাক্ষ দৃষ্টি করিয়া প্রসন্না হইতেছ, এই প্রকার তোমার ভাব আমি কবে দেখিতে পাইব?। ১৮॥

শিল্পকার্য্য নিপুণ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সুন্দর মাধবী পুষ্প দ্বারা তুমি সুশোভিতা হইতেছ এবং তৎকরস্পর্শে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় জন্য তোমার কলেবর ঘর্ম্মাক্ত হইলে আমি তালবৃন্ত দ্বারা তোমার শ্রীঅঙ্গ কবে ব্যজন করিব?।১৯।

হে দেবি! হে সুন্দরি! শ্রীকৃষ্ণ সহ বিহারান্তে তোমার কুটিল কেশপাশ আলুলায়িত হইলে তাহা পুনর্ব্বার সংস্কার জন্য কবে এইজনকে আজ্ঞা করিবে?॥২০॥

হে বিম্বোষ্ঠি! আমি তোমার মুখপদ্মে তাম্বূল অর্পণ করিব, শ্রীকৃষ্ণ উহা কাড়িয়া লইয়া ভক্ষণ করিবেন, এই প্রকার ভাব আমি কবে দর্শন করিব...

ব্রজরাজকুমারবল্লভাকুলসীমন্তমণি প্রসীদ মে।
পরিবারগণস্য তে যথাপদবী মে ন দবীয়সী ভবেৎ ॥২২॥
করুণাংমুহুরর্থয়ে পরং তব বৃন্দাবনচক্রবর্ত্তিনি।
অপি কেশিরিপোর্যয়া ভবেৎ সচটুপ্রার্থনভাজনংজনঃ ॥২৩॥
ইমং বৃন্দাবনেশ্বর্য্যা জনো যঃ পঠতি স্তবং।
চাটুপুষ্পাঞ্জলিং নাম স স্যাদস্যাঃ কৃপাস্পদম্ ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামিবিরচিত
চাটুপুষ্পাঞ্জলিঃ সমাপ্তং।

হে শ্রীমতি! ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় প্রেয়সীগণের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠা অতএব আমার প্রতি প্রসন্না হও, যাহাতে আমি অচিরাৎ তোমার পরিবারগণের মধ্যে গণিত হইতে পারি সেইরূপ কৃপা কর। ২২।

হে বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তিনি! আমি পুনঃ পুনঃ তোমার কৃপা প্রার্থনা করিতেছি। আমার প্রতি এইরূপ কর যে, আমি তোমার সখী হইব, তুমি মানিনী হইলে তোমার সখী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ আমার নিকট আসিয়া তোমার সহিত মিলনের জন্য কত চাটুবাক্য বলিবেন, তৎপরে আমি তাহার হস্ত ধারণ করিয়া তোমার নিকট লইয়া যাইব ॥ ২৩ ॥

বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকার চাটুপুষ্পাঞ্জলি নামক এই স্তব যিনি শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিবেন তিনি অচিরকাল মধ্যে শ্রীরাধিকার কৃপাপাত্র হইবেন ॥ ২৪ ॥

ইতি চাটুপুষ্পাঞ্জলি সমাপ্ত।

মহাশক্তি তৈল।

১। দাদ, ঘামাচি, চুলকানি, পাঁচড়া, পারারদোষ ইত্যাদি যাবতীয় চর্ম্ম-রোগই ইহাতে আরোগ্য হইয়া থাকে, ইহা রক্ত পরিষ্কারের উৎকৃষ্ট ঔষধ। নিয়মিতরূপে কিছুদিন ব্যবহারে ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্য দূর হইয়া দেহের কান্তি বৃদ্ধি করে।

২। বাত, অথবা কোনপ্রকার আঘাত জন্য দেহের কোনস্থানে বেদনা উপস্থিত হইলে ইহাতে সত্বর আরোগ্য হয়; শিরঃপীড়া ও মাথাঘোরাও আশু নিবারণ হয়, আর ইহাতে মস্তক শীতল রাখে, সুতরাং স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

৩। হস্ত, পদ, চক্ষু, নাসিকা অথবা শরীরের কোনস্থানে যে প্রকার প্রদাহ হউক না, ইহাতে শীঘ্র উপশম হইয়া থাকে। অগ্নিদগ্ধ স্থানে ইহা ব্যবহারে জ্বালা নিবৃত্তি হয় আর ফোস্কা হইবার সম্ভাবনা থাকে না। সর্প ব্যতিত অন্য কোন বিষাক্ত কীটাদি দংশন করিলে ইহার ব্যবহারে যন্ত্রণার লাঘব হয় এবং ভবিষ্যতে উহা সংক্রামক অবস্থায় পরিণত হইতে পারে না।

৪। চক্ষু রক্তবর্ণ, চোক উঠা আরোগ্য হয় এবং চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি হয়। সর্দ্দির প্রথমাবস্থায় ইহা দ্বারা আশুফল লাভ হইয়া থাকে।

৫। প্লীহা ও যকৃতে ইহা মালিশ করিলে উহা ক্রমশঃ ছোট হইয়া আসে।

৬। বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি সংক্রামক পীড়ার প্রাদুর্ভাবকালে ইহা নিয়মিত-রূপ ব্যবহারে ঐ সকল সংক্রামক পীড়ার বিষাক্ত বীজ দেহে প্রবেশ করিতে পারে না; বিউবোনিক (বীচিফুলা) প্লেগের স্ফীত স্থানে এই তৈল ব্যবহার করিলে উহার বিষ শীঘ্র নষ্ট করে।

এই তৈল নির্ম্মল সদগন্ধযুক্ত; দেশীয় পবিত্র উপাদানে প্রস্তুত।

মূল্য এক ছটাক তৈল পূর্ণ শিশি ৷৷৹ বার আনা মাত্র; প্যাকিং ও ভিঃ পিঃ ব্যয় স্বতন্ত্র দিতে হইবে।

প্রশংসা পত্র।

শ্রীযুক্ত রায় বনমালি রায় বাহাদুর মহাশয়ের ভূতপূর্ব্ব এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ডাক্তার কেদারনাথ সেন এল, এম, এস মহাশয় লিখিয়াছেন

আমি বাবু প্যারীমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের 'মহাশক্তি তৈল' পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, ইহা শিরঃপীড়া ও হাত পা জ্বালা প্রভৃতি রোগের অত্যন্ত উপকারী ঔষধ; আর ইহাতে চর্ম্মরোগ ও নালিঘা আরোগ্য হয়।

মথুরা গবর্ণমেণ্ট হাস্পাতালের সিভিল আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বি, সি, সান্ন্যাল এল্, এম্, এস ডাক্তার মহাশয় লিখিয়াছেন,—

আমি বাবু প্যারীমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের 'মহাশক্তি তৈল' পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, ইহার উপাদানে কোন দূষিত পদার্থ নাই। ইহা সর্ব্ব-প্রকার শিরঃপীড়া স্নায়বিক, পৈত্তিক পীড়া সমূহের মহোপকারিতা সম্বন্ধে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে। ইহা নালিঘা, দদ্রু, ঘামাচিতে লাগাইলে উপকার হইয়া থাকে, কোন জ্বালা যন্ত্রণা হয় না। এই তৈল ব্যবহার করিতে আমি সর্ব্বসাধারণকে অনুরোধ করিতে পারি।

শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটরি শ্রীযজ্ঞেশ্বর চন্দ্র, ডাক্তার ব্রজেন্দ্রগোপাল রায় ও বর্ত্তমান সেক্রেটারি হরেন্দ্র ব্রহ্মচারি মহোদয়গণ লিখিয়াছেন—

আমরা বাবু প্যারীমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মহাশক্তি তৈল ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহা মাথাধরা, মাথাঘোরা ও অনিদ্রার মহৌষধ। ইহার গন্ধ অতি স্নিগ্ধকর এবং মস্তক অতি শীতল করে; সকল প্রকার চর্ম্মরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

রঙ্গপুর জিলার প্রধান জমিদার ও অনারেরি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু অন্নদাপ্রসাদ সেন মহাশয় লিখিয়াছেন—

আমি বৃন্দাবনে আসিয়া পায়ে বাতের পীড়ায় কষ্ট পাইতেছিলাম, যন্ত্রণায় রাত্রে ঘুম হইত না, কিন্তু বাবু প্যারীমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ১ শিশি 'মহাশক্তি তৈল' ব্যবহার করিয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছি, এখন পরমসুখে নিদ্রাসুখ উপভোগ করিয়া থাকি। আরও বহু প্রশংসা পত্র আছে, স্থানা-ভাবে প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

একমাত্র ঠিকানা—

শ্রীপ্যারীমোহন চক্রবর্ত্তী।

শ্রীধাম বৃন্দাবন, বংশীবট, শ্রীশ্রীপতিতপাবন হরজীউর কুঞ্জ।

অগ্নিবর্দ্ধক

ব্রজবাসী ফ্রেণ্ড এণ্ড কোং মথুরা, ইউ, পি

এই অগ্নিবর্দ্ধক নিত্য ব্যবহার করিলে অগ্নিমান্দ্য, অম্লোদগার, অম্লশূল, বুকজ্বালা, শিরোঘূর্ণন, আহারান্তে উদরে ভারবোধ, ভেদ, মুখে তিক্তস্বাদ, পেট ফাঁপা, পেটব্যথা প্রভৃতি যাবতীয় পেটের রোগ অচিরে শান্তি করিয়া শরীরকে হৃষ্টপুষ্ট করে ও অন্তঃকরণ সদা প্রফুল্লিত রাখে। পরীক্ষার দ্বারা ইহাও বিশেষরূপে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, যে সময় দেশে সংক্রামক ব্যাধি-সমূহের উপদ্রব আরম্ভ হয় (যথা—প্লেগ, ম্যালেরিয়া, বসন্ত, কলেরা ইত্যাদি) সেই সময় অগ্নিবর্দ্ধক ব্যবহার করিয়া অনেকেই এই জীবন নাশক ব্যাধির হস্ত হইতে আত্মজীবন রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। সুস্থ শরীরে ইহা সেবন করিলে মাসে এক পাউণ্ড করিয়া রক্ত বৃদ্ধি হয়। ইহা লক্ষ লক্ষ রোগীর দ্বারা বিশেষরূপে পরীক্ষিত ও প্রশংসিত।

মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা, ভিঃ পিঃ, ব্যয় ।০ চারি আনা। তিন শিশি একত্রে লইলে ২৷৷০ আড়াই টাকা, ডজন ৯৲ নয় টাকা।

একমাত্র আবিষ্কারক—

ব্রজবাসী ফ্রেণ্ড এণ্ড কোং,—মথুরা, ইউ, পী।

ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ঔষধালয়ে এবং কলিকাতায় নিম্নলিখিত

এজেন্টগণের নিকট প্রাপ্তব্য।

(১) মেসার্স বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং, ৭নং বনফিল্ডস্ লেন—(২) মেঃ বলাই লাল দত্ত এণ্ড ব্রাদার্স, ৪৩নং নিলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট, বিডন স্কোয়ার—(৩) মেঃ ইণ্ডো জাপানিজ ষ্টোর

শ্রীবৃন্দাবনযাত্রা—(২য় সংস্করণ) এই গ্রন্থে শ্রীবৃন্দাবন ধামের মাহাত্ম্য, যাত্রিগণের তীর্থ-কার্য্যবিধি, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ, মদনমোহন, গোপীনাথ, রাধারমণ জীউর সেবা প্রকাশ বিবরণ, যাবতীয় লীলাস্থল ও তাহার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য ৵০ দুই আনা, ডাঃ মাঃ ৴১০ অর্দ্ধ আনা। সাবধান! এই গ্রন্থ নকল হইয়াছে। গ্রন্থ ক্রয় কালীন আমার নাম দেখিয়া লইতে ভুলিবেন না। স্বল্প মূল্যে নকল গ্রন্থ ক্রয় করিয়া যেন প্রতারিত না হন, ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীবনযাত্রা (৩য় সংস্করণ) চৌরাশিক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল প্রদক্ষিণের সমস্ত ঐতিহাসিক ভৌগলিক বিবরণ সহ যাবতীয় লীলাস্থল ও তাহার মাহাত্ম্য মূল ও সরল বঙ্গানুবাদ সহিত বর্ণিত হইয়াছে মূল্য ৶০ তিন আনা।

শ্রীমথুরাযাত্রা বা মধুপুরী মাহাত্ম্য—যাত্রিগণের মথুরাধামের কর্ত্তব্য কার্য্য, প্রসিদ্ধ প্রসঙ্গ তীর্থ, দর্শনীয় বিষয়, মথুরা ও তত্রস্থ লীলাস্থলের মাহাত্ম্য, মূল ও সরল বঙ্গানুবাদের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য ৶০ তিন আনা, ডাঃ মাঃ ৴১০ অর্দ্ধ আনা।

শ্রীমথুরামণ্ডল মাহাত্ম্য—শ্রীমথুরামণ্ডলক্ষেত্রের সীমা, সাধারণ ও কালবিশেষ মাহাত্ম্য, শ্রীমথুরামণ্ডলস্থ যমুনা, রজ, পবন, ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য বর্ণের মাহাত্ম্য, মূল ও সরল বঙ্গানুবাদে বর্ণিত। অনুবাদ যতদূর সম্ভব সরল ও প্রাঞ্জল করা হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে আভাসও দেওয়া হইয়াছে। মূল্য ।০ চারি আনা, ডাঃ মাঃ ৴১০ অর্দ্ধ আনা। উপরোক্ত গ্রন্থাবলী সংবাদ পত্রে প্রশংসিত, অথচ অযাচিত বহু প্রশংসাপত্রও প্রাপ্ত হইয়াছি।

শ্রীব্রজমণ্ডলের মানচিত্র মূল্য ৴০ এক আনা।

গ্রন্থ পাইবার একমাত্র ঠিকানা—

শ্রীধাম বৃন্দাবন, বংশীবট, শ্রীশ্রীপতিতপাবন-হরিজীউর কুঞ্জে

আমার নিকট উক্ত গ্রন্থাবলী প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীপ্যারীমোহন চক্রবর্ত্তী।

শ্রীকৃষ্ণ

সাধন চন্দ্রিকা।